এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ পার্ক সার্কাস তাণ্ডবের মূল মাথা পুলিশের জালে, মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা
২০ মে ভারতজুড়ে ওষুধ দোকান বনধের ডাক, মিলবে জীবনদায়ী ওষুধ ৩

কলকাতা ২০ মে ২০২৬ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.05.2026, Vol.19, Issue No. 337, 8 Pages, Price 3.00

জাহাঙ্গিরের এলাকায় জনতার ভিড়ে রোড শো মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'দিন পরেই ফলতার ভোট। তার আগে মঙ্গলবার ফের ফলতায় পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডার সমর্থনে ফলতায় রোড শো করেন তিনি। তার আগে সেখানে এক শিবমন্দিরে গিয়ে পুজোও দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার সকালে প্রথমে ফলতার একটি শিবমন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর ফলতার বঙ্গনগর ২ পঞ্চায়েতের হাসিমনগর সংলগ্ন কালীতলা মাঠ থেকে রোড শো করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে উপচে পড়ে সাধারণ মানুষের ভিড়। পুষ্পবৃষ্টিতে তাঁকে ফলতায় স্বাগত জানান সাধারণ জনতা। মুখ্যমন্ত্রীও কাউকে নিরাশ করেননি। হাত নেড়ে সকলের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন তিনি। মানুষের ভিড়ের জন্য মাঝে মাঝেই গতি কমে যায় মুখ্যমন্ত্রীর রোড শোয়ের। এই রোড শোয়ের পরে নিহত বিজেপি কর্মী স্বপন মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ করেন তিনি। ২০২১ সালে নির্বাচন পরবর্তী অশান্তির সময়ে স্বপনকে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

মন্দিরে পুজো দিয়ে যাত্রা শুরু, পথের দুধারে কর্মী-সমর্থকদের ভিড়, ফুল-স্লোগান। কড়া নিরাপত্তায় একাধিক পঞ্চায়েত ছুঁয়ে গেল মিছিল। শুভেন্দুর কৌশল পরিষ্কার,

মঙ্গলবার ফলতায় নির্বাচনী প্রচারে রোড শোয়ে জনতার মাঝে মুখ্যমন্ত্রী।

সংঘাতের জমিতে দাঁড়িয়ে আক্রান্ত কর্মীদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি। ২১ মে ভোটের আগে এই প্যাকেজ রাজনৈতিক লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করল।

ফলতায় ভোটের প্রচার শেষ হয়েছে মঙ্গলবার। এই নির্বাচনের ফলাফল রাজ্য রাজ্যনীতির সার্বিক চিত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু বিজেপি যে নিজেদের আসন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না, তা মুখ্যমন্ত্রীর পর পর ফলতায় প্রচার থেকেই স্পষ্ট। কয়েক দিন আগেই ফলতায় গিয়ে সভা করে এসেছেন তিনি। এ বার প্রচারের শেষ দিনেও তিনি পৌঁছে গেলেন ফলতায় ভোটের প্রচারে।

এর আগে গত শনিবার ফলতায় গিয়ে জনসভা করেন শুভেন্দু। সেই সভা থেকে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'ভোট শেষ হোক। ওর ব্যবস্থা করব। সেই দায়িত্ব আমার।'

ভোট মিটে যাওয়ার পর বিরোধীরা অভিযোগ করেন, ফলতা বিধানসভার বেশ কয়েকটি বুথে সুষ্ঠু ভোট হয়নি। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। আগামী ২১ মে ফলতায় ভোটগ্রহণ হবে। গণনা রয়েছে ২৪ মে।

আরজি করের সেমিনার হল ফের সিলের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'বছর পর ফের উত্তপ্ত আরজি কর মামলা। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাস্থল সেমিনার রুম অবিলম্বে নিশ্ছিদ্রভাবে সিল করতে সিবিআইকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ।

আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার হল-সহ যে যে জায়গা সিল করার প্রয়োজন, সেগুলি সিল করে দিতে হবে। মঙ্গলবার সিবিআইয়ের উদ্দেশে এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, আরজি কর হাসপাতালের ওই ঘটনাস্থল সিল করতে হবে।

প্রসঙ্গত, এর আগে এই মামলা ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের তিনটি বেঞ্চ। গত ১২ মে 'এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার দ্রুত শুনানি প্রয়োজন' পর্যবেক্ষণ রেখে মামলা ছেড়ে দিয়েছিল বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। তার পরে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চ শনিবার জানিয়েছিল, নির্যাতিতার পরিবারের আরজি কর ঘটনাস্থল পরিদর্শন-সহ সমস্ত

আবেদনের শুনানি হবে নতুন ডিভিশন বেঞ্চে। সেইমতো এখন মামলাটি রয়েছে বিচারপতি সরকার ও বিচারপতি ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চে।

দু'বছর আগে, ২০২৪ সালের অগস্টে আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুন করা হয় এক মহিলা চিকিৎসককে। ওই ঘটনায় আসামি সঞ্জয় রায়কে ইতিমধ্যে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। তবে আরজি করের ওই ঘটনার তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। এ অবস্থায় মঙ্গলবার হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ সিবিআইয়ের কাছে জানতে চান আরজি করের ঘটনাস্থল সিল খোলা হয়েছে কি না। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, দ্রুত ঘটনাস্থল সিল করুক সিবিআই।

তখন সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, সেমিনার হল সিল করা রয়েছে। তবে পরিবারের দাবি, ওই ভবনের সপ্তম তলায় আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের অফিস ছিল। সেটি খোলা রয়েছে বলে দাবি পরিবারের। তাতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, তদন্তের স্বার্থে অন্য কোনও জায়গা সিল করার প্রয়োজন রয়েছে বলে কি মনে হয়নি সিবিআইয়ের? অন্য কোনও জায়গা কি সিল করা হয়েছে?

কথোপকথনের একটি পর্যায়ে আদালত জানায়, আরজি করের ঘটনাস্থল সিল করে রাখতে হবে। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

ভোটের আগেই পদ্ম ঝড়ে ঝুঁকল ফলতার 'পুষ্পা'

শুভাশিস বিশ্বাস

বৃহস্পতিবার ফলতায় পুনর্নির্বাচন। মঙ্গলবার প্রচারের শেষ দিনে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডার সমর্থনে সেখানে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে রোড শো করতে দেখা যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। আর এই নির্বাচন নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রস্তুতিও তুঙ্গে। এদিকে মঙ্গলবার ভোটপ্রচারের শেষ লগ্নে ভোটের ময়দান ছাড়লেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। বলেন, 'সোনার ফলতা হোক। এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ফলতার জন্য বিশেষ প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেছেন। ২১ ফ্রেব্রুয়ারি এখানে পুনর্নির্বাচন আছে। আমি এই ভোট থেকে সরে দাঁড়ালাম।' তবে এটি দলীয় না ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সে ব্যাপারে মুখে কুলুপ আঁটতে দেখা যায় জাহাঙ্গিরকে। এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বেনিয়মের অভিযোগে ফের ভোট হতে চলেছে ফলতায়। ২১ মে ভোটগ্রহণ। জাহাঙ্গির খান ভোটের ময়দান ছাড়লেও এখানে ভোট বন্ধ হবে না। এমনকি, ইভিএমে থাকবে তাঁর নাম।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ফলে এই নির্বাচনের ফলাফল সরকারের স্থায়িত্বের উপরে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবুও এই ভোটকে হালকাভাবে নিচ্ছে না গেরুরা শিবির। কারণ, তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গ বলে পরিচিতি এই দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে তৃণমূলকে সমূলে উৎপাটন করতে চাইছেন শুভেন্দু। শুধু তাই নয়, এদিন সকালে এক জনসভায় বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জেতানোর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ফের আবেদন করার পাশাপাশি আশ্বাস দিতে শোনা যায়, 'এখানকার উন্নয়নের দায়িত্ব আমিও নিলাম। আগামী বাজেটে ফলতার জন্য বিশেষ প্যাকেজ থাকবে।' আর এখানেই একেবারে ব্যাকফুটে চলে গেলেন জাহাঙ্গির।

জাহাঙ্গিরের এমন ব্যাকফুটে চলে যাওয়া নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। এমন ঘটনার পিছনে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা তুলে আনছেন নানা ঘটনাকে। যার মধ্যে রয়েছে গত লোকসভা ভোটের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১ লক্ষ ৬২ হাজার ভোটে লিড দেওয়ার ঘটনা। অথচ এই পুনর্নির্বাচনের প্রচারের সময় একবারও অভিষেককে দেখাই গেল না জাহাঙ্গিরের পাশে। উল্টোদিকে, শুভেন্দু অধিকারী প্রচারে এলেন। এমনকী, বামফ্রন্ট পর্যন্ত প্রচার করেছে ফলতায়। সেখানে অভিষেক নেই। আর এখানেই প্রশ্ন, দলের প্রতি অভিমানে রাজনৈতিক রণাঙ্গন থেকে সরে দাঁড়ালেন জাহাঙ্গির কি না তা নিয়েই। এদিকে জাহাঙ্গির যখন সাংবাদিক বৈঠক করে ভোটযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে বার্তা

দিচ্ছেন, ঠিক তার দু'মিনিট আগে নজরে এসেছে তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীকে বলতে দেখা যায় যে, ফলতায় তৃণমূল এমনিও জিতবে অমনিও জিতবে। কাউন্টিংয়ে চুরি না করে তাহলে জিতবে। এর কিছু পরেই জাহাঙ্গির জানান, তিনি লড়ছেন না। অর্থাৎ, জাহাঙ্গির সংক্রান্ত কোনও খবরই নেই তৃণমূল হাইকম্যান্ডের কাছে। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠছে তৃণমূলের অন্দরের সাংগঠনিক হাল নিয়েও।

অনেকে আবার এমনটাও মনে করছেন, জাহাঙ্গিরকে তুলে নিয়ে তৃণমূল এক রাজনৈতিক চাল দিল। কারণ, ভোটে জেতার পর সরকার গঠনের পর পুনর্নির্বাচন ভোটের ইতিহাসে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর আগে জাহাঙ্গির এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন রেখেছিলেন, কয়েকটি বুথ থেকে অভিযোগ আসার জন্য পুরো বিধানসভা কেন্দ্রেই কেন ভোট হচ্ছে তা নিয়ে। আর এরই রেশ ধরে তৃণমূল হয়তো এই বার্তাও দিতে চেয়েছে তারা এই ভাবে ভোটে লড়বে না বলে।

এদিকে ফলতায় পুনর্নির্বাচন ঠিক কেন হচ্ছে সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, একাধিক বুথের ইভিএম-এ টেপ লাগানো ছিল, যা ধরা পড়েছে মিডিয়া রিপোর্টে। সঙ্গে ছিল বুথ ক্যাপচারের মতো ঘটনা আর ভোটারদের ভয় দেখানো। শুধু তাই নয় ট্যাম্পারিং করা হয়েছে ইভিএম-ও।

তবে তৃণমূলের ওপর রোষ যে এখনও জমে রয়েছে স্থানীয়দের তার আঁচ ফের মেলে শুভেন্দুর এদিনের ফলতায় রোড-শোতে। পুনর্নির্বাচনের আগে মঙ্গলবারেও ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় সেখানকার ভোটারদের। বিশেষত প্রবীণ ভোটাররা স্পষ্ট জানান, 'আমরা ভোটদানে স্বাধীনতা পাই না। আমরা ভোট দিতে পারতাম না, ভয়ে ভয়ে ভোট দিতে হত। ২০২১ সালে ছাপ্পা ভোট করেছে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত, ভোট দেওয়ার সময় দেখতো কাকে ভোট দিচ্ছি। বিজেপিকে দিলে বলত, দেখে নেব বা খবর আছে তোমাদের।' পাশাপাশি এমনও শোনা গেল, স্থানীয় একটি ক্লাবের ভিতরে ছেলেরা একটু বিজেপিকে নিয়ে চর্চা করে। আর তা জানার পই পঞ্চায়েত থেকে লোক লাগিয়ে দেওয়া হয় যে কি আলোচনা করে তা জানতে। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছিল, এইবারে তৃণমূল জিতলে মারধর করার পরিকল্পনাও ছিল ওদের। আবার কেউ কেউ তো স্পষ্ট জানিয়েই দিলেন, গত ১০ বছরে ভোট দেওয়ারই সুযোগ পাননি তাঁরা।

এদিকে ফলতায় এই পুনর্নির্বাচন ঘিরে তৃণমূলকে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী। কারণ, ভোটের ফলাফল বেরনোর পর থেকে কোনও প্রচারে নেই এলাকার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এখানেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক্স হ্যান্ডলে কটাক্ষ করে বলেন, 'পিসির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন ৮ লাখ ভোটে জেতা সাংসদ অভিষেক!' পাশাপাশি সুজনের সংযোজন, 'ফলতা নির্বাচনে সিপিএম, বিজেপি প্রচার করছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রচার সভা করেছেন। কিন্তু কোথায় ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? হাজার পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে চলা সাংসদ এখন কোথায়?'

এবার বুলডোজার চলবে অভিষেকের 'শান্তিনিকেতনে'!

জোড়া পুর-নোটিসে মাথা নোয়াবেন না অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বার বার আলোচনায় উঠে এসেছে 'লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডস' নামক সংস্থাটি। ইডির অভিযোগ, ওই সংস্থার মাধ্যমে দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে কিংবা সাদা করা হয়েছে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অভিষেককে তলব করে ইডি। এ বার পুরসভার নজরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সংস্থার সম্পত্তি।

তাঁর দু'টি ঠিকানায় অবৈধ নির্মাণ হয়েছে, এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ বার জোড়া নোটিস পাঠাল পুরসভা। প্রথম নোটিসটি পাঠানো হয়েছে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। আর দ্বিতীয় নোটিসটি লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে গিয়েছে, যার পরিচিতি অভিষেকের সংস্থা হিসাবেই। তৃণমূল সূত্রে খবর, দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে পুরসভার এই নোটিস নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁকে নোটিস পাঠানো হোক বা তাঁর বাড়ি ভাঙা হোক, কোনও কিছুর সামনেই মাথা নত করবেন না। বিজেপির বিরুদ্ধে যে লড়াই তিনি করছেন, তাতে কোনও ছেদ পড়বে না বলেও জানিয়েছেন বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, শনিবার ফলতার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি জানান, কলকাতা পুরসভার থেকে অভিষেকের সম্পত্তির তালিকা চেয়ে এনেছিলেন। অভিষেককে নিশানা করে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'আপনার

লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডসের ২৪টি প্রপার্টি (সম্পত্তি) কলকাতায়। আমতলায় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) প্রাসাদের মতো অফিস! ...হিসাব হবে।' ঘটনাচক্রে, তার পরেই অভিষেকের মা এবং লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে জোড়া নোটিস পাঠাল পুরসভা।

দু'টি নোটিস পাঠিয়েছে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। কলকাতা পুর আইন, ১৯৮০ -এর ৪০০(১) ধারায় ওই নোটিস পাঠানো হয়েছে। ওই ধারায় বলা আছে, কোনও বাড়ি বা নির্মাণের প্ল্যান-বহির্ভূত অবৈধ অংশ ভাঙার বা কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন পুর কমিশনার। তবে ভাঙার আগে সংশ্লিষ্ট ওই সম্পত্তির মালিককে নোটিস পাঠাতে হবে পুরসভাকে। ওই আইনেই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এবং লতার নামে এ বার নোটিস পাঠানো হয়েছে।

ওই জোড়া নোটিসে দু'টি ঠিকানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ভবানীপুর বিধানসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১২১, কালীঘাট রোড এবং ১৮৮এ হরিশ মুখার্জি রোড। নোটিসে বলা হয়েছে, ওই দুই ঠিকানায় যে নির্মাণ রয়েছে তাতে প্ল্যান-বহির্ভূত কিছু অংশ তৈরি করা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে ওই অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলতে হবে। যদি ওই অবৈধ অংশ সম্পত্তির মালিক না-ভাঙেন, তবে তা পুরসভা কেন ভেঙে দেবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে। সাত দিনের মধ্যে পুরসভাকে নোটিসের জবাব পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি সেই জবাব সন্তোষজনক না-হয় তবে পুরসভা সাত দিনের কম নোটিসে ওই অবৈধ অংশ ভেঙে দেবে। আর এই কাজ করতে পুরসভার যা খরচ হবে, তা দিতে হবে ওই সম্পত্তির মালিককে। শুধু তা-ই নয়, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিল্ডিং প্ল্যান, অনুমোদিত নকশা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুরসভাকে জমা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বুলডোজার-উচ্ছেদের প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন চত্বরে রেলের জমি দখল করে তৈরি হওয়া অস্থায়ী ঝুপড়ি ও দোকান ভাঙাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা তীব্র হচ্ছে। রেলের তরফে বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ার পর এবার সরাসরি পথে নামার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ২১ মে হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদহ স্টেশন এবং বালিগঞ্জ এলাকায় প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

মঙ্গলবার কালীঘাটে দলের বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উচ্ছেদ অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেন। বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, 'হকারদের দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সরকার সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও মানবিকতার বিরুদ্ধে কাজ করছে।' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের বেছে বেছে টার্গেট করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। একই সঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়ে মমতার দাবি, আগামী দিনে কেন্দ্র থেকেও ক্ষমতাচ্যুত হবে বিজেপি।

রাজ্যে বিজেপি সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির জেরে অবৈধ নির্মাণ ও দখলদারির বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান চলছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন জায়গায় রেলের জমি থেকে দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে। বহু হকারের অস্থায়ী দোকান ও ঝুপড়িও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই এবার সরাসরি রাস্তায় নামছে তৃণমূল।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই কর্মসূচির সময় নির্বাচন ঘিরে তাৎপর্যও যথেষ্ট। কারণ ২১ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন রয়েছে। ঠিক সেই দিনই প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে তৃণমূল। এর আগেই ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান নির্বাচনের লড়াই

থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে রাজনৈতিকভাবে অস্বস্তিতে থাকা তৃণমূল এই ইস্যুকে সামনে এনে ফের জনসংযোগ ও আন্দোলনের রাজনীতিতে ফিরতে চাইছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন-প্রতিবাদের রাজনীতি করে রাজ্যে ক্ষমতায় উঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে বুলডোজার অভিযান চললেও দলকে সরাসরি রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তিলজলায় বেআইনি কারখানা ভাঙার সময় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ও সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষকে প্রতিবাদে দেখা গেলেও তৃণমূল নেতৃত্বকে সক্রিয়ভাবে মাঠে দেখা যায়নি। এরপর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ, রেলের জমি উদ্ধার এবং দখলদার হটানোর অভিযান চললেও ঘাসফুল শিবির অনেকটাই নীরব ছিল।

তবে এবার পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল সূত্রের খবর, হকার ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবিকার প্রশ্নকে সামনে রেখেই প্রতিবাদে নামতে চাইছে দল। যদিও এই কর্মসূচিতে দলের কোন শীর্ষ নেতৃত্ব সামনের সারিতে থাকবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সেই নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

পাঁচ দিনে ফের বাড়ল জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: ফের বৃদ্ধি পেল পেট্রোল-ডিজেলের দাম। মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হচ্ছে জ্বালানির বর্ধিত মূল্য। এই নিয়ে গত পাঁচ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের দাম। কলকাতায় লিটারপিছু পেট্রলের দাম ৯৬ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০৯ টাকা ৭০ পয়সা। ডিজেলের দামও লিটারপিছু ৯৪ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৬ টাকা ৮ পয়সা।

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মাঝে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি সরবরাহ ঘিরে এক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ভারতেও। কারণ, প্রয়োজনীয় জ্বালানির বেশির ভাগই অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয় ভারতকে। এ অবস্থায় ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাভান্ডার সুরক্ষিত রাখতে দেশবাসীকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দেওয়ার পরে গত শুক্রবারই বৃদ্ধি পেয়েছিল জ্বালানির দাম। তার পাঁচ দিনের মাথায় মঙ্গলবার ফের একপ্রস্ত দাম বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের। গত শুক্রবার কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ৩ টাকা ২৯ পয়সা বেড়ে হয়েছিল ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা। মঙ্গলবার থেকে তা হল ১০৯ টাকা ৭০ পয়সা। পাঁচ দিন আগে ডিজেলের লিটারপিছু দাম ৩ টাকা ১১ পয়সা বেড়ে ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা হয়েছিল। এ বার তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হল ৯৬ টাকা ৮ পয়সা।

মঙ্গলবার থেকে দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৮৭ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৮ টাকা ৬৪ পয়সা। ডিজেলের দাম ৯১ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯১ টাকা ৫৮ পয়সা। মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম ৯১ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০৭ টাকা ৫৯ পয়সা। সেখানে ডিজেলের দাম ৯৪ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৯৪ টাকা ৮ পয়সা।

চিকেনস নেকে কড়া পাহারা, ১২০ একর জমি কেন্দ্রকে দিল শুভেন্দু সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় নিরাপত্তায় 'শূন্য সহনশীলতা'। ক্ষমতায় এসেই বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার শিলিগুড়ি করিডোরের সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ। স্পর্শকাতর চিকেনস নেকের ১২০ একর জমি কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। দীর্ঘদিন আগের সরকারের জমানায় এই হস্তান্তর আটকে ছিল।

নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চিন ঘেরা এই সরু পথ ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের যোগসূত্র। অস্ত্র, মাদক, জাল নোট পাচারের পাশাপাশি বেআইনি অনুপ্রবেশের ঝুঁকি সবসময়। গোয়েন্দা তথ্য বলছে, দেশবিরোধী চক্রের নজর এখানেই। প্রধানমন্ত্রীও ভোটপ্রচারে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন, অভিযোগ তুলেছিলেন 'টুকরো টুকরো গ্যাং'-এর ছক নিয়ে।

শুভেন্দু সরকার শুধু জমি নয়, সীমান্ত ঘেঁষা সাতটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে দিয়েছে। হাসিমারা-জয়গাঁও হয়ে ভুটান সীমান্ত, বারাদিঘি-ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত, শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং হয়ে দার্জিলিং; এই পথগুলো পেলে সেনা চলাচল, রসদ পৌঁছনো দ্রুত হবে। ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্তে কাঁটাতারের কাজ শেষ করতে বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের নির্দেশ গিয়েছে। সরকার বদলের পরেই সীমান্ত সুরক্ষায় এই তৎপরতা রাজনৈতিক বার্তাও দিচ্ছে।

নজরদারির জন্য ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে: পবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। হাসপাতালের হাল ফেরাতে মঙ্গলবার বেলায় হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করেন ভাটপাড়ার জনদরদী বিধায়ক পবন কুমার সিং। বৈঠকে হাসপাতাল সুপার চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করার আশ্বাস দিয়েছেন। হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে বৈঠক শেষে ভাটপাড়ার তরুণ বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, নজরদারির জন্য তাঁর বিধায়ক তহবিলের অর্থে তিনি হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা মোতায়ন করবেন। প্রসঙ্গত, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসা রোগীদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এপ্রসঙ্গে বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, এখানে চিকিৎসার অত্যাধুনিক সরঞ্জাম নেই। তাছাড়া চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাবও রয়েছে। আসলে লোকবল কম থাকায় অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা ছাড়া

বিকল্প কোনও উপায় নেই। প্রসঙ্গত, শ্রমিক মহল্লার মানুষজনের চিকিৎসা পরিষেবার লক্ষ্যে প্রয়াত বিধায়ক সত্য নারায়ণ সিংয়ের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয়েছিল ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, ঠাকুরদার হাত ধরে এই হাসপাতালে উদ্বোধন হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে হাসপাতালের পরিস্থিতি ভালোই ছিল। কিন্তু দিনকে দিন এই হাসপাতালের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। পবনের আশা, বিজেপি সরকারের আমলে এই হাসপাতালের হাল পুরো বদলে যাবে। এদিন বিধায়ক পবন আক্ষেপের সুরে বলেন, তাঁর বিধায়ক তহবিলের অর্থে এই হাসপাতালে তিনি ইউএসজি মেশিন এবং ডিজিটাল এক্সরে মেশিন প্রদান করেছিলেন। ইউএসজি মেশিন চালু হলেও, এক্সরে মেশিন এখনও চালু হয়নি। শ্রমিক মহল্লার গরিব মানুষজনের কথা ভেবে শীঘ্রই এক্সরে মেশিন চালু করতে তিনি সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের একাধিক পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকার পাহাড়-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করেছে। পুর আইন অনুযায়ী নতুন বোর্ড গঠন এবং নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসকদের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পূর্ববর্তী সমস্ত নির্দেশ বাতিল করে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চারটি পুর এলাকায় নতুন করে প্রশাসক নিয়োগ করা হচ্ছে। কার্শিয়াং পুরসভায় প্রশাসক করা হয়েছে কার্শিয়াংয়ের মহকুমা শাসককে। মিরিক নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিতে দায়িত্ব পেয়েছেন মিরিকের মহকুমা শাসক। একইভাবে কালিম্পং পুরসভায় কালিম্পংয়ের মহকুমাশাসক এবং বুনিয়াদপুর পুরসভায় গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসককে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে নতুন বোর্ড অফ কাউন্সিলর দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই প্রশাসকরাই সংশ্লিষ্ট পুরসভার সমস্ত ক্ষমতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকদের অবিলম্বে দায়িত্বভার গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের জন্য ৩ আইএএসের নাম পাঠাল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) পদে তিন আইএএস আধিকারিকের নাম নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাল রাজ্য সরকার। নীলম মিনা, তন্ময় চক্রবর্তী এবং মৌমিতা গোদারা বসু; এই তিনজনের নাম প্রস্তাব হিসেবে পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্যে বর্তমান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল রাজ্যের মুখ্য সচিব হিসেবে হয়েছেন। আইন অনুযায়ী তিনি আর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে থাকতে পারেন না। সেই কারণেই পরবর্তী সিইও বেছে নিতে রাজ্যের তরফে সম্ভাব্য আধিকারিকদের এই তালিকা কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, তিনজনই অভিজ্ঞ এবং নির্বাচন পরিচালনার প্রশাসনিক কাজে দক্ষ বলে তাঁদের নাম বিবেচনায় আনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এখন এই তিনজনের নাম খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। কমিশনের অনুমোদন মিললে রাজ্যের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নাম শীঘ্রই ঘোষণা হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহল মনে করছে।

জাহাঙ্গিরের দপ্তরের সামনে কাটমানি ফেরতের দাবিতে ঠিকাদাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফলতায় পুনর্নির্বাচনের মুখে আরও কোণঠাসা তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। ভোটে না লড়ার ঘোষণার পর এবার তাঁর অফিসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ঠিকাদাররা। অভিযোগ, পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গিরের পিএ প্রবীর হাজরার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা না দিলে টেন্ডারে অংশ নেওয়াই যেত না। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাত বছর ধরে কাজ পেতে বাধ্যতামূলক ছিল 'উপরি'। সেই টাকা পৌঁছেছে ক্যামাক স্ট্রিটে। পোস্টারে লেখা, কাটমানি ফেরত চাই। জেলা পরিষদের সামনে জমায়েত করে তাঁরা জানালেন, হাজার হাজার কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। এক ঠিকাদার আরও বলেন, আমাদের দীর্ঘদিন ধরে ৭ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ টাকা কাটমানি দিতে হয়। প্রবীর হাজরার কাছে জমা করলে তারপরে...। প্রবীর হাজরা জাহাঙ্গির খানের পিএ। প্রবীর হাজরার কাছে জমা দিলে তারপরে আমাদের কাজ এন্ট্রি হবে। হতে পারে, না হতে পারে। সাত বছর ধরে কোটি কোটি টাকা আমাদের কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিয়েছেন। অপর এর ঠিকাদার বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক। জাহাঙ্গির খান যে টাকা নিয়েছেন কাটমানি হিসাবে। ১০ পারসেন্ট, ৭ পারসেন্ট, আবার কারো কাছে ১২ পারসেন্ট নিয়ে কাজ দিয়েছেন এবং

টাকা নিয়ে অনেক সময় কাজ দেননি। পরের বছর দেব বলেছে। এভাবে আমাদের হেনস্তা করে গেছেন। এদিকে ২১ মে, বৃহস্পতিবার, ফলতা বিধানসভার ২৮৫টি বুথেই পুনর্নির্বাচন হবে। তার ঠিক ২ দিন আগে নির্বাচনে লড়া থেকে সরে দাঁড়িয়ে জাহাঙ্গির খান বলেছেন, তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন কারণ তিনি ফলতার উন্নয়ন চান। চান, ফলতায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হোক। ফলতা খুব শিগগিরি 'সোনার ফলতা' হয়ে উঠুক। ফলতার ভোটের আগে জাহাঙ্গিরের সরে দাঁড়ানো আর ঠিকাদারদের পথে নামা; দুই ঘটনা মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে, শাসক শিবিরের নিচুতলার লেনদেন কি এবার সামনে আসছে?

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের বিশেষ ছাড় প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে টানা তৃতীয়বার থাকার ক্ষেত্রে দেওয়া বিশেষ ছাড় প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার। সমবায় দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন অনুযায়ী কোনও পদাধিকারী পরপর দু'টি মেয়াদ বা ১০ বছর পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে পারেন। এর বেশি সময় দায়িত্বে থাকার ক্ষেত্রে আগে যে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই ছাড় দিয়েছিল। ব্যাংকের স্বাভাবিক কাজকর্ম, আমানতকারীদের স্বার্থ এবং সমবায় ব্যবস্থার বৃহত্তর স্বার্থে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে তখন জানানো হয়। তবে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের তরফে বিভিন্ন বোর্ড, সংস্থা, নিগম এবং সরকারি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে মনোনীত পদাধিকারীদের মেয়াদ শেষ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতেই সমবায় দপ্তর নতুন করে বিষয়টি পর্যালোচনা করে আগের ছাড় প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ফলে এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনের নির্ধারিত নিয়মই কার্যকর হবে এবং জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ক্ষেত্রেও টানা তৃতীয়বার চেয়ারম্যান পদে থাকার সুযোগ আর থাকবে না। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে প্রশাসনিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

মেয়রের নীরবতা, নাকি অন্দরমহলের ঠান্ডা লড়াই?

অভিষেকের সম্পত্তিতে নোটিস ঘিরে তৃণমূলে নতুন জল্পনা

দেবাশিস দে

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-র সম্পত্তিতে কলকাতা পুরসভার নোটিস ঘিরে এবার রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি যতই রুটিন বিল্ডিং যাচাই বলে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, এর ভিতরে লুকিয়ে থাকতে পারে তৃণমূলের অন্দরমহলের বহুদিনের চাপা অস্বস্তি, পুরনো অপমান এবং নীরব শক্তি-সংঘর্ষের ইঙ্গিত।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদে এখনও রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, পুরসভার বিল্ডিং বিভাগও তাঁর অধীনেই। সেই পরিস্থিতিতে তাঁরই প্রশাসনের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তিতে ৪০১ ধারায় নোটিস পাঠানো রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে, কলকাতা পুরসভার নিয়ম অনুসারে ৪০১ ধারায় কোনও ব্যক্তির নামে নোটিস ইস্যু করার আগে সাধারণত মেয়রের সম্মতি নেওয়াটা প্রথাগত রীতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এক্ষেত্রে মেয়রের সম্মতি নেওয়া হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুরসভার তরফে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা সামনে আসেনি। আর সেখান থেকেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যদি মেয়রের অনুমোদন না-ই থাকে, তাহলে কেন এখনও নীরব রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম? এত বড় রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয়ে মেয়রের কোনও প্রতিক্রিয়া না থাকাও এখন জল্পনা আরও বাড়িয়ে তুলছে। পুরসভার অন্দরেই অনেকের প্রশ্ন, তাহলে কি গোড়াতেই কোথাও কোনও গলদ রয়েছে? নাকি সমস্ত কিছু জেনেশুনেই নীরবতা বজায় রাখা হচ্ছে?

প্রশ্ন উঠছে, এত বড় রাজনৈতিক

গুরুত্বসম্পন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে পুর কমিশনার কি মেয়রের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি? নাকি সমস্ত কিছু জেনে শুনেই নীরব থেকেছেন ফিরহাদ হাকিম? কারণ, কলকাতা পুরসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে এমন কোনও পদক্ষেপ সাধারণত সম্পূর্ণ প্রশাসনিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

ঘটনার সময়কালও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি ও নির্মাণ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে। ঠিক সেই সময়েই তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভা নিজেই নোটিস পাঠানোয় জল্পনা আরও বেড়েছে। বিরোধীদের অভিযোগকে কার্যত প্রশাসনিক বৈধতা দেওয়া হল কি না, সেই প্রশ্নও ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই অস্বস্তির শিকড় আরও গভীরে। প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মেয়র হিসেবে ফিরহাদ হাকিমকে কখনওই খুব একটা পছন্দ করতেন না। গত কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের পর দলীয় অন্দরে বর্তমান মেয়রকে পুনরায় ওই পদে বসানোর বিষয়েও অভিষেকের প্রবল আপত্তি ছিল বলে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা রয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান মেয়রের প্রতিই আস্থা রাখেন এবং ফিরহাদ হাকিমকেই ফের মেয়রের চেয়ারে বসান।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, সেই ঘটনাকেই অনেকেই দুই নেতার সম্পর্কের মোড় ঘোরার জায়গা বলে মনে করেন। অভিষেকের অপছন্দের বিষয়টি ফিরহাদ হাকিম খুব একটা ভালোভাবে নেননি বলেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা রয়েছে। তারপর থেকেই দুই নেতার সম্পর্ক ধীরে ধীরে অম্ল-মধুর হয়ে ওঠে বলে মত পর্যবেক্ষকদের একাংশের। প্রকাশ্যে সৌজন্য বজায় থাকলেও, অন্দরমহলে দূরত্ব ও ঠান্ডা লড়াইয়ের ইঙ্গিত বহুবার মিলেছে বলেও দাবি রাজনৈতিক মহলের।

তবে এই বিতর্কের পিছনে আরও একটি পুরনো ঘটনার প্রসঙ্গ নতুন করে সামনে আসছে। কয়েক বছর আগে মেয়রের এক ওএসডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি নাকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ব্যবহার করে টাকা তোলার কাজ করছিলেন। রাজনৈতিক সূত্রে তৎকালীন সময়ে জোর চর্চা হয়েছিল, অভিষেকের অফিস থেকেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে সেই বিতর্ক আর বিশেষ দূর এগোয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, সেই ঘটনার পর থেকেই দুই শিবিরের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়।

এখন প্রশ্ন উঠছে, সেই পুরনো অপমান বা অস্বস্তির রেশ কি আজও রয়ে গিয়েছে? দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকা রাজনৈতিক দূরত্ব কি এবার প্রশাসনিক নোটিসের আকারে সামনে এল? যদিও তৃণমূলের কোনও শীর্ষ নেতা প্রকাশ্যে এ বিষয়ে মুখ খোলেননি, তবু দলীয় অন্দরে বিষয়টি নিয়ে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে বলেই দাবি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলার রাজনীতিতে প্রকাশ্য সংঘাতের চেয়ে নীরব শক্তি-প্রদর্শনের রাজনীতি অনেক বেশি কার্যকর। প্রকাশ্যে ঐক্যের ছবি থাকলেও, অন্দরমহলে ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে টানাপোড়েন নতুন কিছু নয়। আর সেই কারণেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তিতে পুরসভার এই নোটিসকে অনেকেই নিছক প্রশাসনিক ঘটনা হিসেবে দেখতে রাজি নন।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ; এটা কি শুধুই বিল্ডিং প্ল্যান যাচাইয়ের রুটিন প্রক্রিয়া? নাকি তৃণমূলের অন্দরেই শুরু হয়েছে নতুন শক্তি-সমীকরণের সূক্ষ্ম বার্তা? কলকাতার রাজনৈতিক মহলে আপাতত সেই জল্পনাই তুঙ্গে। আগামী দিনে পুরসভার অবস্থান, মেয়রের প্রতিক্রিয়া এবং তৃণমূল নেতৃত্বের ভূমিকা এই বিতর্ককে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 29/01/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3708 নং এফিডেভিড বলে আমি Papia Das Halder W/o. Jayanta Das, R/o. Fultala Colony, Dakshin Gopalpur, Gopalpur, Balagarh, Hooghly-712513, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Jyotirmay Das) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 340, dtd. 15/09/2015) আমার/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Papia Das Halder-এর পরিবর্তে Papia Das লিপিবদ্ধ আছে। আমি/ পুত্রের মাতা Papia Das Halder ও Papia Das W/o. Jayanta Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12411 নং এফিডেভিট বলে আমি Nasima Bibi D/o. Md Shahid Ansari, W/o. Md Samim, সাং কেরানিডাঙ্গা, চক বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Shahid Ansari ও Ansari Md Shahid (আনসারি মহঃ শহীদ) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12412 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Saheb S/o. Mohammad Mustafa, সাং চক বাঁশবেড়িয়া, কেরানিডাঙ্গা, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mohammad Mustafa ও Mustafa Mia (মুস্তাফা মিয়া) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 14/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12139 নং এফিডেভিট বলে আমি Chittaranjan Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhairab Sarkar ও B Ch Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 19/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12358 নং এফিডেভিট আমি Ajoy Kumar Dhara (old name) S/o. Balai Dhara, R/o. Khanpukur Khristanpara, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ajoy Kumar Dhara নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ajoy Dhara (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ajoy Dhara & Ajoy Kumar Dhara S/o. Balai Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

নাম পরিবর্তন

আমি, LAKHI RANI (জন্ম- ০৫.০৬.১৯৯৪), পিতা- Brij Lal, নিবাস-House No. 16, A, T.I. Campus, P.O. Janatagar, P.S. Simlapuri, Ludhiana, Punjab, Pin- 141003, বর্তমানে Vill. & P.O.- Majlishpur, P.S. Shasan, Dist. North 24 Parganas বাসিন্দা হইতেছি। নোটারি পাবলিক বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা-এর সকাশে হলফনামা নং. 682, তারিখ 21.08.2021 অনুসারে উল্লেখ করিতেছি যে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আমি আমার ধর্ম হিন্দু থেকে মুসলিম-এ রূপান্তর করিয়াছি এবং Vill. Purba Durgapur, Mistrypara, P.O. Charpur, P.S. Jangipara, Dist. Hooghly নিবাসী Sk. Abdul Gaffar-এর পুত্র Sk. Sufian-কে বিবাহ করিয়াছি মুসলিম বিবাহ আইন অনুসারে এবং আমি আমার নাম পরিবর্তন করিয়া এখন থেকে SUFIYA BEGUM, স্বামী Sk Sufian নামে পরিচিত হইলাম। SUFIYA BEGUM, স্বামী Sk Sufian এবং LAKHI RANI, পিতা- Brij Lal উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) ২য় আদালত, চুঁচুড়া
টাইটেল স্যুট নং ৪০১/২০১১

এতদ্বারা বিবাদী **দেবযানী রায় চৌধুরী**, পিতা- ৺বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী, সাকিম- বি.সি.মুখার্জ্জী রোড, পোঃ- ত্রিবেণী, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী-কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বাদী **বসন্ত গায়েন**, পিতা-৺গোপাল চন্দ্র গায়েন এই মামলা করেছেন এবং উক্ত বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে উপরিউক্ত আদালতে উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

মৈত্রেয়ী দাস মাইতি (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া জজ কোর্ট, হুগলী
আদালতের অনুমত্যানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (সিঃডিঃ),
১ম/২য়/অ্যাডিশনাল কোর্ট, হুগলী

নোটিশ

জেলা হুগলী মোকাম চন্দননগর,
মাননীয় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
সন ২০২০ সালের ১৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

আসিত বাগ, পিতা- ৺গননাথ বাগ, স্থায়ী ঠিকানা সাং ও পোঃ- কিঙ্করবাটি, থানা-হরিপাল,জেলা- হুগলী, অত্র আদালতে **জয়শ্রী কোলে**, স্বামী-মিঠুন কোলে, সাং ও পোঃ- মুসাপুর, থানা-হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫ -এর বিরুদ্ধে উক্ত মোকর্দ্দমাটি আনয়ন করিয়াছেন যাহার সমন আপনি বারংবার বিভিন্ন কারণে এড়িয়ে চলিতেছেন। এমতাবস্থায় এই নোটিশ দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ **জয়শ্রী কোলে** এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং হাজির হইয়া অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও উকিলবাবু নিয়োগমতে নিজ স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায়উক্ত মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

সন্দীপ দাস (সেরেস্তাদার)
মাননীয় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
চন্দননগর, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **ফয়েজ আহমেদ খান**, পিতা - মুরাদ খান, সাকিম - শিবপুর মেন রোড গাজী দরগা, পোস্ট - ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫০৩। মহাশয় ইং ১৮/০৭/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৩৬১৮/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রী শুভম সাউ**, পিতা - সঞ্জয় সাউ, সাকিম - শিবপুর ১নং লেন, পোস্ট- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৫০২ মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশীল** - জেলা - হুগলী, থানা - মগরা, মৌজা - চক বাঁশবেড়িয়া, জে. এল. নং - ৫২, হাল এল.আর. ৯৩০ ও বর্তমানে **ফয়েজ আহমেদ খান** নিজ নামীয় ৫৪২৮ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ও হাল এল.আর ২৯৬ নং দাগে শালি জমির পরিমান ১১ কাঠা ১৩ ছটাক ও হাল এল.আর ২৯৭ নং দাগে শালি জমির পরিমান ৮ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে ৪৩/২৪ নিউ লাইন বাঁশবেড়িয়া নিবাসী **ফারহানা বেগম**, স্বামী- ফাখরে আলম মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ১১ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১৩৯২২/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন ও তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ৮ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা সম্পত্তি নিউ লাইন বাঁশবেড়িয়া নিবাসী **সাহীদ আলি**, পিতা - রমজান আলি মহাশয়কে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১৪১৪৫/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন এবং তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ৮ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা সম্পত্তি ৭২৮ নিউ লাইন নিবাসী **মুন্না আনসারি**, পিতা - মুর্তজা আনসারি মহাশয়কে ডি.এস.আর.১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৩০০৮/২০২৬ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **ফারহানা বেগম, সাহীদ আলি, মুন্না আনসারি** তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

LEGAL NOTICE
Misc Case No. 07 of 2019
In the matter of
Neelachal Abasan Co-operative Society Ltd. & Anr.
-V/s-
Lavanya Prova Chaudhury & Others

Please take notice, that the petitioner/applicant society namely Neelachal Abasan Co-operative Society Ltd, 98, Raj Danga Gold Park, Kolkata - 700 107 has filed a Misc Case No. 07 of 2019 before the West Bengal Co-operative Tribunal at Kolkata against the following Respondents.

1. Nilanjana Das, daughter of Late B. Das, Flat No. 2/2, Punarbasu Building, 98, Rajdanga Gold Park (North), Kolkata - 700 010.
2. Depali Sanyal, daughter of Late Pratul Sanyal, Flat No. B/2 Uttara Building, 98, Rajdanga Gold Park (North), Kolkata-700 107.
3. Sadhan Kishore Chaudhury, Son of Unknown, Flat No. C/2, Purba Building, 98, Rajdanga Gold Park (North), Kolkata-700 107.
4. Jharna Ray, wife of Late J. Ray, Flat No. B/3, Satavisa Building, 98, Rajdanga Gold Park (North), Kolkata-700 107.
5. Shyamal Kumar Biswas, son of Late D.P. Biswas, Flat No. B/3, Rebati Building, 98, Rajdanga Gold Park (North), Kolkata-700 107.

The above-named respondents are hereby notified that this Tribunal shall take up the matter for further consideration/hearing on **11.06.2026** in ORDER NO. 54 dated 13.04.2026 and the Respondents, if not entered the appearance in this proceeding within 15 days after publication of this notice, then this Misc Case shall be proceeded ex parte against the above-named Respondents.

Sd/- Secretary
West Bengal Co-operative Tribunal, Kolkata

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী দিলীপ দাস, পিতা ৺সুরেন্দ্র নাথ দাস, সাকিম ভোদো, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয় বিগত ইং ২৮/০২/২০১৮ তারিখে A.D.S.R, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00075/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে (১)শ্রী মনোজিৎ মাঝি, পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, চুঁচুড়া, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, হুগলী-৭১২১২৩, ২)শ্রী অজয় সরকার, পিতা শৈলেন সরকার, সাকিম কানাগড় দক্ষিণ পাড়া, চুঁচুড়া, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, হুগলী-৭১২১২৩), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা তপশীল-জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, জে.এল. নং ১৪, হাল এল.আর. ৪৩ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৪৩২ তথা হাল এল.আর. ৪৯৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১.০৭ একর মধ্যে ০.৬১৬৭ অংশে ৬৬ শতক মধ্যে ৩৭ কাঠা ০৮ ছটাক ০৩ বর্গফুট, তন্মধ্যে ১)বিগত ইং ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08802/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে শ্রী উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস, পিতা স্বপন বিশ্বাস, সাকিম ২নং রবীন্দ্রনগর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ০২ কাঠা ০৬ বর্গফুট সম্পত্তি, ২)বিগত ইং ২৭/০৮/২০১৮ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-11575/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে নগর দাস, পিতা ননীগোপাল দাস, সাকিম ২নং কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ০২ কাঠা ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি, ৩)বিগত ইং ২২/০২/২০১৯ তারিখে A.D.S.R., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00693/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে শ্রীমতী মায়া দেবনাথ পাল, স্বামী শ্রী বাপ্পা দেবনাথ, সাকিম দাস পাড়া, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৫, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ১২ ছটাক সম্পত্তি এবং ৪)বিগত ইং ০৬/০৩/২০১৯ তারিখে A.D.S.R., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00850/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে শ্রী সজল সরকার, পিতা রনজিত সরকার, সাকিম ৫নং কৃষ্ণপুর, কাপাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ০১ কাঠা ১২ ছটাক ৪১ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে চারটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস, পিতা স্বপন বিশ্বাস, ২)নগর দাস, পিতা ননীগোপাল দাস, ৩)শ্রীমতী মায়া দেবনাথ পাল, স্বামী শ্রী বাপ্পা দেবনাথ এবং ৪)শ্রী সজল সরকার, পিতা রনজিত সরকার,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- ১)শ্রী মনোজিৎ মাঝি,
২)শ্রী অজয় সরকার,
আমমোক্তারদ্বয়

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০শে মে, ৫ই জ্যৈষ্ঠ। বুধ বার। চতুর্থী তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দুর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

(দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের তিরোভাব দিবস ও শ্রীমৎ বেদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আবির্ভাব দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ মে ২০২৬, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার

ববি-অতীনকে তুলোধোনা মমতার

■ বিধানসভা ভোটের ক্ষত শুকোয়নি। তার মধ্যেই কলকাতা পুরসভার কাজ নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কালীঘাটের বাড়িতে জরুরি তলব করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও প্রায় সব মেয়র পারিষদকে। তিলজলায় বহুতল ভাঙা নিয়ে বিতর্কেই আগুনে ঘি পড়ে। মেয়র ও পারিষদদের যৌথ মত ছাড়া কীভাবে বুলডোজার চলল, কৈফিয়ত চাইলেন তৃণমূল নেত্রী। ফিরহাদ বোঝালেন, বিপজ্জনক নির্মাণ ভাঙতে কমিশনারের একক অধিকার আছে। কিন্তু মমতা নারাজ। পুরসভার আইন বিভাগের ঢিলেমিতে চরম অসন্তোষ জানিয়ে দলের এক সাংসদের আইনজীবী ছেলেকে পুর আইনজীবী পদে বসানোর নির্দেশ দিলেন। আসল ধাক্কা ভোটের অঙ্কে। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের ১০২টিতেই পিছিয়ে তৃণমূল। পুর-পরিষেবার বেহাল দশাকেই দায়ী করল শীর্ষ নেতৃত্ব। মমতার সাফ কথা, জনগণের ভোটে জিতেছেন, কাজে ফাঁকি চলবে না। পরিষেবা না ফিরলে সামনে আরও বিপদ। আসন্ন পুরভোটের আগে ভাবমূর্তি বাঁচাতে কড়া বার্তা দিলেন নেত্রী। ববি-অতীনদের জন্য এটা শুধু ধমক নয়, শেষ সতর্কবার্তা।

বর্ষা আসবে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে

■ কেরলে সময়ের আগেই বর্ষা ঢুকেছে। অথচ বাংলার আকাশে এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভ্যাপসা গরম আর বিক্ষিপ্ত কালবৈশাখী। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আন্দামানে পৌঁছলেও রাজ্যে তার আসতে সময় লাগবে। প্রথমে উত্তরবঙ্গ, পরে দক্ষিণবঙ্গ। অর্থাৎ ১০ থেকে ১২ জুনের আগে বর্ষার দেখা নেই। তবে তার আগেই ভিজবে রাজ্য। বিহারের ঘূর্ণাবর্ত আর বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পের জেরে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রপাতের সঙ্গে ঝড়। ২১ ও ২২ মে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়িতে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। পাহাড়ে ধস আর ডুয়ার্সে নদীর জল বাড়ার আশঙ্কা। দক্ষিণেও ছাড় নেই। বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়। কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে তাপপ্রবাহ আটকেছে ঠিকই, কিন্তু আসল বর্ষার জন্য আরও দু'সপ্তাহের অপেক্ষা। চাষের মাঠ থেকে শহরের নালা, সবাই তাকিয়ে আকাশের দিকে।

নিয়ম ভাঙলেই কড়া দাওয়াই

■ নিয়ম ভাঙলেই কড়া দাওয়াই, ১০ দিনে ২৭ হাজার জরিমানা পুলিশের। রাস্তা দখল করে গাড়ি রাখা আর বাইকে তিন সওয়ারির দৌরাত্ম্য থামাতে ঝাঁপাল কলকাতা পুলিশ। ৮ থেকে ১৭ মে টানা অভিযানে শহরজুড়ে কাটা হয়েছে ২৭,২০১টি ই-চালান। ট্রিপল রাইডিং ও পিলিয়ন বিধি ভাঙায় দায়ের হয়েছে আরও ২,৭৩৮টি মামলা। সবচেয়ে বেশি ধরপাকড় সাউথ ট্র্যাফিক গার্ড এলাকায়। সেখানে একাই ৪,১৫৭টি চালান। হেড কোয়ার্টার গার্ডে ২,৭৪৪, হাওড়া ব্রিজ ও ইস্ট গার্ডে ১,৮০৭টি করে মামলা। শিয়ালদহ, জোড়াবাগান, সাউথ ইস্ট গার্ডেও চলেছে লাগাতার নজরদারি। পুলিশের হিসেবে ১৪ মে ছিল সবচেয়ে কড়া দিন। একদিনেই ৪, ৮৪৩টি চালান। অফিসপাড়া, বাজার, ব্যস্ত করিডরেই নজর বেশি। এক আধিকারিকের কথায়, এই কাজ চলবে। বেআইনি পার্কিংয়ে যানজট নিত্য যন্ত্রণা। ট্রিপল রাইডিংয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। তাই কেবল জরিমানা নয়, সচেতনতা বাড়ানোও লক্ষ্য। নতুন সরকারের আমলে শহরের শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রশাসনের এই কড়া মনোভাব স্পষ্ট। আইন ভাঙলেই এবার রেহাই নেই, বার্তা দিল লালবাজার।

পার্ক সার্কাস তাণ্ডবের মূল মাথা পুলিশের জালে, মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকার বদলেছে, বদলেছে হালচাল। পার্ক সার্কাসে তাণ্ডবের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সতর্কবার্তার এক দিনের মধ্যেই ধরা পড়ল মূল চক্রী ফরিদুল ইসলাম। সোমবার রাতে পার্ক সার্কাস থেকেই ২৭ বছরের যুবককে তুলে নেয় পুলিশ। তাঁকে নিয়ে ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৬। রবিবার দুপুরে সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ে আচমকা জমায়েত, রাস্তা অবরোধ, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর ইটবৃষ্টি হয়। ভাঙচুর হয় গাড়ি, বিক্ষোভকারীদের পাথরে কমপক্ষে ৩ জন পুলিশকর্মী জখম হন। এমনকী আক্রান্ত হতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও। বেআইনি দখল উচ্ছেদ ও বুলডোজার অভিযান ঘিরে ক্ষোভ ছড়ায় পার্ক সার্কাসে। লাঠি চালিয়ে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে বিশাল বাহিনী নামায় প্রশাসন। সোমবার আহতদের দেখতে সাউথ ইস্ট ডিভিশনের ডিসি অফিসে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই সাফ জানান, গুন্ডামি চলবে না।

আইন হাতে নিলে কড়া ব্যবস্থা। বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ ও জনতাকে শান্তি বজায় রাখার নির্দেশ দেন এবং সমাজ বিরোধীদের কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীরে পাথর ছোড়া বন্ধ হয়েছে। এখানেও বন্ধ হবে। শুধু তাই নয়, পুলিশকে কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন শুভেন্দু অধিকারী।

উল্লেখ্য, সিসিটিভি ও ভিডিও খতিয়ে ফরিদুলের নাম উঠে আসে। তদন্তকারীদের ধারণা, আরও অনেকে জড়িত। থমথমে পার্ক সার্কাসে টহল চলছে। মঙ্গলবার ধৃতদের তোলা হয় আলিপুর আদালতে। নতুন সরকারের প্রথম কড়া পদক্ষেপে পুলিশের ভাবমূর্তি বদলের ইঙ্গিত পাচ্ছে রাজনৈতিক মহল। বার্তা স্পষ্ট, অরাজকতা করলে রেহাই নেই।

অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ

■ কলকাতা প্রতিবাদের নামে তাণ্ডবের ছবি ফের ফিরে এল পার্ক সার্কাসে। মঙ্গলবার হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধা চার মূল অভিযুক্তকে রাস্তায় নামিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। কোন গলিতে জমায়েত, কীভাবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ, খুঁটিয়ে বোঝেন তদন্তকারীরা।

রবিবার দুপুরে বেআইনি অবরোধ তুলতে গেলে ইটবৃষ্টি, গাড়ি ভাঙচুর, লাঠালাঠিতে রণক্ষেত্র হয় এলাকা। আহত হন একাধিক পুলিশকর্মী ও দু'জন সিআরপিএফ জওয়ান। সোমবার আহতদের দেখতে সাউথ ইস্ট ডিভিশনের ডিসি অফিসে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাফ বার্তা, আইন ভাঙলে জিরো টলারেন্স।

আরজি কর-কাণ্ডে নতুন মোড়

সন্দীপ ঘোষের বিচারের অনুমতিতে রাজনৈতিক বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের বহুচর্চিত 'অভয়া' হত্যাকাণ্ডে প্রশাসনিক নীরবতার পর্দা সরানোর দাবি তুলে বড় পদক্ষেপ করল নতুন রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার ঘোষণা করেছেন, প্রাক্তন সুপার সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থার মামলা চালানোর সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেই ঘোষণার মধ্যেই স্পষ্ট; শুধু একটি অপরাধের বিচার নয়, আগের সরকারের ভূমিকা নিয়েও রাজনৈতিক হিসাব কষতে চাইছে নতুন প্রশাসন।

নবান্ন সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা নথি ও অনুমোদনের জট ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। নতুন সরকারের বক্তব্য, তদন্তকে প্রশাসনিক আড়ালে থামিয়ে রাখার সংস্কৃতি ভাঙতেই এই সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে বারবার উঠে এসেছে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় বার্তাটি; যা একদিকে জনরোষকে প্রশমিত করার চেষ্টা, অন্যদিকে বিরোধী শিবিরকে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলার রাজনৈতিক কৌশল।

আরজি কর-কাণ্ড গত বছর রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। চিকিৎসক মহল থেকে সাধারণ নাগরিক;রাস্তায় নেমে বিচার দাবিতে সরব হয়েছিলেন বহু মানুষ। সেই আবেগ এখনও পুরোপুরি স্তিমিত হয়নি। কলেজ চত্বরে মঙ্গলবারও কিছু পড়ুয়া ও জুনিয়র চিকিৎসকের বক্তব্য, শুধু অনুমতি নয়, দ্রুত বিচার চাই। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে মানুষের আস্থা ফিরবে না। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই পদক্ষেপ নতুন সরকারের কাছে দ্বিমুখী সুযোগ এনে দিয়েছে; একদিকে প্রশাসনিক সক্রিয়তার ভাবমূর্তি গড়ে তোলা, অন্যদিকে পূর্বতন শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত আরও ধারালো করা। তবে শেষ পর্যন্ত নজর থাকবে আদালতের দিকেই। কারণ বাংলার মানুষ এখন ঘোষণার চেয়ে ফল দেখতে বেশি আগ্রহী।

গবাদি পশু নিধনে শীর্ষ আদালতের নিয়ম মানুক রাজ্য, হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি নির্দেশিকা জারির পরেও থামছে না বিতর্ক। গবাদি পশু নিধন নিয়ে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গে চালুর দাবিতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় মামলা। সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চে আবেদন করেন বিকে শর্মা। আদালত মামলা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। আবেদনকারীর যুক্তি, নজরদারির অভাবে রাজ্যে ১৪ বছরের কম বয়সি গবাদি পশু অবাধে নিধন হচ্ছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মানলে ১৪ বছরের নিচে কোনও পশু মারা যাবে না, চিকিৎসকের অনুমোদন লাগবে এবং খোলা জায়গায় নিধন চলবে না। অন্য রাজ্যের মতো বাংলাতেও এই বিধি বলবৎ করতে হবে। আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেহেতু সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বসেনি, তাই নিয়ম মেনে এই মামলার শুনানি রেগুলার (নিয়মিত) বেঞ্চে স্থানান্তরিত হবে। সব ঠিক থাকলে হাইকোর্টে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, ক্ষমতায় এসেই বিজেপি সরকার ১৯৫০-এর পশু নিধন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-র হাইকোর্টের রায় ও ২০২২-এর বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। তাতে ১৪ বছরের বয়সসীমা, সরকারি কসাইখানা ও চিকিৎসকের শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে জরিমানা ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা থাকার পরেও আদালতে নতুন মামলা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন মাত্রা যোগ করল। প্রশ্ন উঠছে, আইন থাকলেও প্রয়োগে ফাঁক থেকেই যাচ্ছে কি?

বাজারে কাঁচা লিচুর ছড়াছড়ি, শিশুমৃত্যুর আতঙ্কে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের উৎসবের সুযোগে বাজার ছেয়ে গিয়েছে অপরিপক্ক লিচুতে। সবুজ গায়ে হালকা লালের আভা, দাম দেড়শো টাকা কেজি। অথচ জেলার বোম্বাই লিচু পাকতে এখনও অন্তত ১৫ দিন বাকি। কালিয়াচকে একদা কাঁচা লিচু খেয়ে ১০-১২টি শিশুর মৃত্যুর স্মৃতি তাড়া করছে মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তরকে। ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েকের সতর্কবার্তা, কাঁচা লিচুর রাসায়নিক ও অ্যালকালয়েড শিশুদের জন্য প্রাণঘাতী। লিচি সিনড্রোমে আক্রান্ত হতে পারে তারা। বাদুড়ের লালা থেকেও ছড়ায় রোগ। কার্বাইড, অ্যাসিটিলিন কিংবা কৃত্রিম রং দিয়ে পাকানো লিচুও বিপজ্জনক।

বিক্রেতা আনন্দ মণ্ডলের স্বীকারোক্তি, ভিনজেলার লিচু পুরো পাকেনি। গরমে চাহিদা বেশি, লাভের আশায় বিক্রি করছি। মালদায় ১,৫৫৩ হেক্টরে লিচু চাষ হয়, গড় ফলন ৮,৯০০ মেট্রিক টন।

কালিয়াচক, রতুয়ার বাগানে এ বছর মুকুল কম, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় উৎপাদনও অনিশ্চিত। ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা জানালেন, চাষিদের চিঠি দিয়েও লাভ হয়নি। সোমবার জেলাশাসকের কাছে নালিশ জানাবেন তাঁরা। প্রশাসন এবার লিফলেট বিলি করে ক্রেতা-বিক্রেতাকে সতর্ক করবে। গরমের মরশুমে লাভের লোভে শিশুর জীবন যেন বিপন্ন না হয়, সেই বার্তাই এখন মুখ্য।

রেলের হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ ও স্থায়ী বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের দাবিতে এআইইউটিইউসির মিছিল।

আজ ভারতজুড়ে ওষুধ দোকান বনধের ডাক, বাংলায় মিলবে জীবনদায়ী ওষুধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ বুধবার দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ওষুধ ব্যবসায়ীদের সর্বভারতীয় সংগঠন। অথচ বাংলার রোগীকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। হাসপাতাল চত্বরের দোকান, বড় ওষুধ বিপণি, জন ঔষধি কেন্দ্র এবং এএমআরআইটি ফার্মেসি খোলা থাকছে।

ই-ফার্মেসির লাগামছাড়া ছাড়, নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বানানো ভুয়ো ব্যবস্থাপত্রে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির অভিযোগ তুলে পথে নেমেছে অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট।

সংগঠনের দাবি, এভাবে জীবাণুরোধী প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ছে। কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, নিয়ন্ত্রক কাঠামো কাজ করছে।

কিন্তু ধর্মঘট হলে সবচেয়ে বিপদে পড়েন দৈনিক ওষুধ-নির্ভর রোগী ও বৃদ্ধরা। সেই আশঙ্কায় ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খুচরো বিক্রেতারা ধর্মঘট থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তালিকায় আছে পশ্চিমবঙ্গও। ফলে এ রাজ্যে আংশিক বন্ধ হলেও জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে। ধর্মঘট বনাম রোগীর প্রাণ; এই টানাপোড়েনে আপাতত স্বস্তি মিলছে বাংলার ঘরে ঘরে।

উধাও অ্যাম্বুল্যান্স ফিরে পেতে প্রশাসনের দ্বারস্থ কাঁচরাপাড়ার চিত্তরঞ্জন নতুন পল্লির বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়লা, বালি, গরু, চাকরি ও ফাইল চুরির পর তৃণমূলের চুরির তালিকায় নতুন সংযোজন অ্যাম্বুল্যান্স চুরি। অভিযোগ, এলাকার গরিব মানুষজনের পরিষেবা দেওয়ার অ্যাম্বুল্যান্সটি আচমকা 'উধাও' হয়ে গিয়েছে। বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্তরঞ্জন নতুন পল্লির ঘটনা। 'উধাও' হয়ে যাওয়া অ্যাম্বুল্যান্স ফিরে পেতে সোমবার রাতে বীজপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন চিত্তরঞ্জন নতুন পল্লির বাসিন্দারা। তৃণমূলের কয়েকজন মাতব্বরের নামে তাঁরা থানায় স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সাগরিকা মণ্ডল জানান, এলাকার গরিব মানুষজনকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য সুদীপ্ত দাস পল্লিবাসীকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দু'বছর আগে সেই অ্যাম্বুল্যান্সটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের যারা তৎকালীন সময়ে পাড়ার দায়িত্বে ছিলেন মনোজ মৃধা ওরফে কালু, মিল্টন মিস্ত্রি, রঞ্জন হালদার, এঁরাই ওই অ্যাম্বুল্যান্সটিকে বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু ওদের ভয়ে পাড়ার কেউই তখন মুখ খুলতে সাহস পায়নি। আরেক বাসিন্দা মধুমিতা প্রামাণিকের অভিযোগ, তৃণমূলের ত্রাস মনোজ মৃধা, মিল্টন মিস্ত্রি এঁদের তাণ্ডবে এলাকার মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁদের তাণ্ডবে পাড়ায় বেশ কয়েকজন সাত বছর এলাকা ছাড়া ছিলেন। প্রশাসনের কাছে মধুমিতা দেবীর দাবি, অ্যাম্বুল্যান্স উদ্ধার করে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ নিয়ে বীজপুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক সুদীপ্ত দাসের অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন কাঁচরাপাড়ার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্তরঞ্জন নতুন পল্লি থেকে অ্যাম্বুল্যান্স চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে। তাছাড়া ২২ নম্বর ওয়ার্ডে আরেকটি অ্যাম্বুল্যান্সের ইঞ্জিন খুলে বেচে দেওয়া হয়েছে। বিধায়কের দাবি, বীজপুর জুড়ে তৃণমূলের সমস্ত দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসবে। যারা দুর্নীতিতে যুক্ত, তাদের শাস্তি হবে।

দর্পণের ভাঙন ক্ষমতার বৃত্তে উৎসব, ময়দানে অভিভাবকহীন জোড়াফুল সৈনিক

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ক্ষমতার মধুভাণ্ড যখন পূর্ণ থাকে, তখন নিচুতলার কর্মীর ঘাম আর রক্তে তৈরি সোপান বেয়েই শীর্ষনেতৃত্ব সাফল্যের শিখরে পৌঁছন। কিন্তু সেই ক্ষমতার অলিন্দে যখনই ঝোড়ো হাওয়া বয়, তখনই সবার আগে আড়ালে চলে যান নীতি নির্ধারকেরা। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান রাজনৈতিক রণকৌশল এবং তাদের রহস্যময় নীরবতা আজ এক গূঢ় সত্যকে সামনে এনেছে। একদা যে দল সামান্য অজুহাতেও রাজপথ অচল করে দিতে পারত, আজ কেন্দ্রীয় এজেন্সির সাঁড়াশি চাপের মুখে কালীঘাটের অন্দরে সেই দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌশলী দূরত্ব সাধারণ কর্মী মহলে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে থাকার সময় যে কর্মীদের 'সম্পদ' বলে বাহবা দেওয়া হত, আজ সংকটকালে তারা যেন ব্রাত্য এবং সম্পূর্ণ একলা পথিক।

তৃণমূল স্তরের একনিষ্ঠ কর্মীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন;আনুগত্যের শেষ পরিণতি কি কেবলই অবহেলা? যখন দলের কোনো তাত্ত্বিক প্রবক্তা বা দীর্ঘদিনের সেনাপতি আইনি বিপাকে পড়ে গ্রেপ্তার হন, তখন শীর্ষ নেতৃত্বের এই উদাসীনতা নিচুতলার মনোবল ভেঙে চুরমার করে দেয়। জ্বালানির লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মতো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেখানে তীব্র আন্দোলনের প্রত্যাশা ছিল, সেখানে দলের নিষ্ক্রিয়তা সাধারণ মানুষের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে। একের পর এক নেতার গ্রেপ্তারির পর যখন কোনো প্রতিবাদী মঞ্চ তৈরি হয় না, কিংবা উপনির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে যখন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্পোরেট ধাঁচের নির্বাচনী প্রচারের আলো পৌঁছয় না, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় ভেতরের ফাটলটি। একদা ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে যারা সরব হতেন, আজ আন্দোলনের ময়দান থেকে তাদের এই অন্তর্ধাম এক গভীর রাজনৈতিক শূন্যতার প্রমাণ।

এই সংকটের গভীরতা আরও তীব্র রূপ নিয়েছে দলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে। বহু নেতা-কর্মী আজ দল ছাড়ছেন এবং সরাসরি শীর্ষ ব্যবস্থাপনার দিকে আঙুল তুলছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কোনো রাজনৈতিক দল যখন আদর্শভিত্তিক সংগঠন থেকে সরে গিয়ে কর্পোরেট সংস্থার মতো পরিচালিত হয়, তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। তোলাবাজি বা সিন্ডিকেটের মতো অনৈতিক শক্তির ওপর অতি-নির্ভরতা সাময়িক দাপট এনে দিলেও, ঝড়ের দিনে তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ময়দানের আসল সৈনিকরা আজ অনুভব করছেন যে, নেতারা যখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাত থেকে নিজেদের পিঠ ও নিরাপত্তা বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন সাধারণ কর্মীরা সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন।

সল্টলেকে তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেকে এক তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে ওই তরুণী, আরেক মহিলা এবং তাঁদের দুই পুরুষ বন্ধু সল্টলেকের বি সি ব্লকের একটি অতিথিশালায় যান। সেখানে একটি ঘর নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের। কিন্তু প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় তাঁদের ঘর দেননি অতিথিশালা কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এর পরে ওই অতিথিশালার কাছে একটি আম গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে যান ওই তরুণী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তরুণীকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। যদিও মৃতার পরিবারের দাবি, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাঁদের মেয়েকে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মহিলা-সহ ২ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও মৃতার সঙ্গীদের দাবি, সোমবার গভীর রাতে ওই তরুণী আম পাড়তে গাছে উঠেছিলেন।

সেই সময় অসাবধানতাবশত পড়ে যান। গুরুতর চোট পান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। গেস্ট হাউসের সিসিটিভি ফুটেজ, ফোনের কল রেকর্ড ও ফরেন্সিক টিমের রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, ঘটনার রাতেই গেস্ট হাউসের সামনে হঠাৎ হৈচৈ শুনে তাঁরা বাইরে বের হন। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তদন্ত শুরু হয়। এছাড়া পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী ধর্ষণের দিকটিও পরীক্ষা করছে তদন্তকারীরা।

অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রকাশিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামী ১ জুন থেকে রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তবে আবেদনকারী কোনও স্থায়ী সরকারি চাকরিতে থাকতে পারবেন না এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীন কোনও দপ্তর, সরকারি সংস্থা, পঞ্চায়েত, পুরসভা বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হলে এই সুবিধা মিলবে না। পাশাপাশি আয়করদাতা মহিলারাও এই প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকবেন।

সরকারি নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, প্রকল্পের টাকা সরাসরি উপভোক্তার আধার-সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে পাঠানো হবে।

সম্পাদকীয়

ফের হবে আরজি কর মামলার তদন্ত, নতুন সরকারের ঘোষণায় ঘুম ছুটেছে তৃণমূলের

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দু'টি পৃথক কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। চলতি সপ্তাহে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারই অংশ হিসেবে জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্রুত ফল পাওয়ার লক্ষ্যে সরকার মাত্র দশ দিনের মধ্যেই কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করল। প্রথম কমিশনটি মূলত সরকারি দফতরে যে সব দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত করবে। আর দ্বিতীয়টি নামে যতই নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে বলা হোক না কেন, এটার লক্ষ্য কিম্তু একটাই, আর তা হল আরজি করে অভয়া খুনের মামলা। আর এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল শিবির। কারণ, অভয়ার বাবা এবং মা দু'জনেই বারবার বলেছেন, তাদের মেয়েকে খুনে একজন নয়, অনেকে জড়িত। সুবিচার পাওয়ার আশায় তারা এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যাবতীয় শোক-তাপ ভুলে নেমেছেন নির্বাচনী ময়দানে। কারণ, কে না জানে, ক্ষমতা থাকলে অনেক কিছুই উলট পালট হয়ে যায়, অন্তত এই রাজ্যে। আর এখানেই প্রমাদ গুণছেন গোটা কাণ্ডে জড়িত তৃণমূল নেতা, কর্মী, বিধায়ক, মন্ত্রী, পুলিশকর্তা থেকে স্বয়ং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত। কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। সঞ্জয় রায়কে বলির পাঁঠা বানিয়ে সবাই যেভাবে হাত ধুয়ে নিয়েছিল তা মানতে পারেনি তৃণমূলের একাংশ। তখন দলের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছিল বিভাজন। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়কে এই কমিশনের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে। সদস্য-সচিব হয়েছেন একদা মমতার কোপে পড়ে পদ খোয়ানো আইপিএস দময়ন্তী সেন। পুরনো পেন্ডিং জিডি ও এফআইআরও সংগ্রহ করে রিভিউ করা হবে। কমিশনের সদস্যরা প্রয়োজনে বিভিন্ন থানা ও জেলায় গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং জন শুনানির আয়োজনও করতে পারবেন। প্রয়োজনে বন্ধ হয়ে যাওয়া মামলা রি-ওপেন, নতুন এফআইআর দায়ের, অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশও করা হবে।

শব্দছক ১৬৫

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. বজ্র ৩. অপযশ ৬. তুষ্টি সম্পাদন ৭. মাস-এর কাব্যরূপ ৯. চালনা ১০. ঋণ ১২. শোণিত ১৩. অন্যায় বিচার ১৫. উত্তরবঙ্গের এক নদী ১৭. উপদেশ ২০. তিরস্কার করা ২১. হুমায়ুনের পিতা ২২. নির্ভীক ব্যক্তি ২৪. কিয়দংশ ২৫. যুদ্ধের বাজনা ২৬. লাভ করার পন্থা

ওপর-নিচ: ১. বংশের রীতি-নীতি ২. আশ্রয় ৩. বনের দেবীমাতা ৪. অধঃপাত-গমন ৫. অনুশীলন ৯. রক্ত থেকে জাত ১১. নৃত্যকরা ১৩. আবরণহীন খাদ্যবস্তু ১৪. বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র ১৬. ভগ্নাংশের উপরি অংশ ১৮. শব্দবিহীন অবস্থা ১৯. সঙ্গীতজ্ঞ এক সাধক সন্ত ২১. গাছের ছাল ২৩. সমর

সমাধান ১৬৪ — পাশাপাশি: ১. কান্ত ২. বজ্রাসন ৪. কান ৬. কাওয়াজ ৮. দফন ১০. টিলা ১১. বিরল ১২. ওজর ১৪. দান ১৬. কাঁঠাল ১৭. নমনীয় ১৯. রতি ২০. ধূলিসাৎ ২১. ভয়

ওপর-নিচ: ১. কাটাকাটি ২. বনজ ৩. সমাদর ৪. কায়া ৫. জান ৭. ওলাওঠা ৯. ফলদানী ১৩. জলকেলি ১৫. নয়ছয় ১৬. কাঁঘ ১৭. শরৎ ১৮ মতি

আজকের দিন

- **১৮৭৩** — লেভি স্ট্রস এবং জ্যাকব ডেভিস ক্লাসিক ব্লু জিন্সের জন্য একটি মার্কিন পেটেন্ট লাভ করেন।
- **১৮৭৫** — ১৭টি দেশ মিটার কনভেনশনে স্বাক্ষর করে, যা মেট্রিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করে।
- **১৯৯০** — হাবল মহাকাশ দূরবীন মহাকাশ থেকে তার সর্বপ্রথম ছবি পাঠায়।

জন্মদিন

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিমরনজিৎ সিং মানের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রমেশ পাওয়ারের জন্মদিন।*

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যুব-যুবার বিভাজনেই বুড়ি প্রথম গৈরিক প্রশাসক

সুবীর পাল

আমাদের আ-মরি বাংলা ভাষায় কতই না চলতি শব্দ বঙ্গ জীবনের নিত্যদিনের অঙ্গ উঠেছে তার ইয়ত্তা কে রাখে। অথচ দুটি মাত্র অতি তস্য সাধারণ বাঙালির শব্দ যে বাংলা রাজনীতির উথালপাথাল ঘটিয়ে ছাড়বে তা কে আর জানতো?

যেমন ধরুণ 'যুব' আর 'যুবা'। এ যেন অধুনা বাংলার শুকসারী দ্বন্দ্ব। ফলাফল তো সবার জানা। ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে থাকবে বাংলা মসনদ এমনতর নাট্য চর্চার রোমহর্ষক মালিকানা বদলের এপিক কাহিনী।

এসব কি যে বলেন, কিছুই বুঝি না। একটু খোলসা করে বলুন তো ব্যাপারটা আসলে কি? আরে বাবা, সারা দুনিয়ার মানুষ তো জানে, অধুনা আমাদের রাজ্যে পালা বদল ঘটে গেল। গত পনেরো বছর মুখ্যমন্ত্রীর কুর্শিতে আসীন ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক ভাবে তাঁকে হটিয়ে এখন সেই প্রশাসনিক সিংহাসনে বসেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির শান্তিকুঞ্জ দালানের বুবাই। ওরফে শুভেন্দু অধিকারী। সে সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এই যে যুব আর যুবা'র কীর্তন সঙ্গে বোনাস হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর কেদারায় বন্দ্যোপাধ্যায় আউট আর অধিকারী ইনের সরবতী রসায়ণটাই বা কি তাহলে?

সে এক রাজ্য রাজনীতির এআই যুগের ঠাকুমার ঝুলির মোস্ট ট্রেণ্ডি গল্প বাচ্ছাধন। বলো তো দেখি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ত্রিবেণী সঙ্গমের ক্যাপটেন গেটওয়ে কোনটা? উত্তর হলো, পশ্চিমবঙ্গ বুঝলে পশ্চিমবঙ্গ। অর্থাৎ আমাদের এই রাজ্য। মনে কি পড়ে ভায়া, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের নিরিখে এই রাজ্যের রাজনৈতিক 'আয়ারাম গয়ারাম' গণনাট্যের কত শত লোকপালার টক ঝাল নোনতা কথা কাহিনী? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক, 'স্মরণে আসে মরে' সেকি দলবদলের হিরিক। অগুনতি তৃণমূলী নেতা ও মন্ত্রী নিজেদের দল ছেড়ে বেনোজলের মতো ঢুকেই চলেছে বিজেপির শিবিরে। কেউ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভাজপার নির্বাচনী মিটিংয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে। অনেকে আবার তো ভাড়া করা বিশেষ চ্যাটার্ড বিমানে নয়া দিল্লির পদ্ম ভবণে উড়ে গিয়েছিলেন দলবদলের ধামাকা মাচাতে। উফ্ সেকি জাম্বো সাইজের হট কেক থ্রিলিং শিবির বদলের মাসী পিসির ড্রইং রুমে। একটা সময় তো এসব ছিল প্রতিদিনের জমকালো ব্রেকফাস্টের টেবিলে আলোচনার মুখ্য খাজা মেনু। হাহাহা, তারপরে কি হলো বলুন তো? সবুজ খাঁচার সিঁদ কেটে পালিয়ে আসা পাখি কূলের মধ্যে অনেকে গৈরিক টিকিটে জিতলেন বটে। গো হারা হারলেন বরং অনেক বেশি হারে। তারপর? তারপর আর কি? ফের শুরু হলো সার্কাস 'ঘর ওয়াপসি'র ডিং ডং ট্র্যাপিজ খেলা। পুরোনো দলের উদ্দেশ্যে নাকে খত্ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে ব্যাক গিয়ার দিলেন বটে পদ্মপুকুর প্রান্ত থেকে। কিন্তু তাঁদের বাস্তব অবস্থা হলো, আমও গেল ছালাও গেল গোছের। কিন্তু পদ্মবনে বরাবরের জন্য থেকে গেলেন শুধু একজন। রাজ্য বিজেপির লিডার অফ লিডারস হিসেবে। নাম তার শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমান বাংলার যিনি প্রথম গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী। আসলে তাঁর শেখা দুটি বীজমন্ত্র হলো 'ধৈর্য' ও 'সহ্য'। আর সেটাই তিনি কিন্তু আক্ষরিক অর্থে করেই দেখালেন একদা অন্তরের এখনকার বিরোধের উদ্দেশ্যে। সেকারণেই তিনি বলেছিলেন, 'দেখবি আর জ্বলবি। লুচির মতো ফুলবি।'

নরনারীর যৌথ সম্মতির সহবাসের সঙ্গে কেমন যেন একটা অদ্ভুত মিল রয়ে গেছে এমনতর রাজনৈতিক পরম্পরার। প্রাকৃতিক দস্তুর অনুসারে সহবাসের মুহূর্তে পুরুষের শরীর থেকে নিঃসৃত হয় একগুচ্ছ শুক্রাণু। যা নারীর অভ্যন্তরীণ জড়ায়ুর অভিমুখে ধাবমান হয়। জড়ায়ুর অন্দরমহলে তখন তিরতির করে অপেক্ষরত একটিমাত্র ডিম্বাণু। অধীর প্রতীক্ষায়। ওই যে আসছে শুধু একটাই শুক্রাণু। বহুত্বের মধ্যে একক মাত্রার বিজয়ী হয়ে। এরপর সেই একটি ডিম্বাণু আর একটা ধাবমান শুক্রাণু মিলেমিশে একাকার। হরগৌরী মিলনের প্রাগৈতিহাসিক জীবন ধারার মান্যতায়। বাকি সব অন্যান্য শুক্রাণু দল তখনকার মতো হয়ে ওঠে, 'সব ঝুট হ্যায়' ফর্মুলায় পরিত্যক্তের সাক্ষী হয়ে ওঠে। পাশাপাশি ওই হরগৌরী অভিষিক্তে জন্ম নেয় নবতম এক নতুন প্রাণসঞ্চার। নয় মাস দশ দিনের জৈবিক সময় কালের নিরিখে।

২০২১ সালে রাজ্যে ঘটে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনকে একটা রাজনৈতিক মাইলস্টোন নির্ধারণ করলেও প্রায় একই অনরূপ একটা পলিটিক্যাল সিকোয়েন্স মানব সহবাসের অনুকরণে নজর কেড়ে নেয় অনেকেরই। একটিবার নিজের চোখ দুটি বন্ধ করে ভাবুন তো। কি মনের আকাশে উদয় হচ্ছে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্মৃতিপটের ছবি। একের পর এক। কি কি অনুভূত হচ্ছে? দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে তৃণমূলের নেতা নেত্রী থেকে মন্ত্রী সান্ত্রী নিজেদের দল ছেড়ে কি অবাক করা অবস্থায় বিজেপির গহ্বরে প্রবেশ করেই চলেছিল। সে যেন দল ছাড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু, কিন্তু সেই কিন্তু। পরিশেষে গেরুয়া জঠরের কোর-গর্ভে থেকে গেলেন স্রেফ একজন। বহু চর্চিত কাঁথির বুবাই। বাকি সব পরিশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'স্ক্র্যাপ গুডস' হিসেবে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে করজোড়ে বলেছিলেন, 'আমার হাত ধরে ফিরিয়ে নিন সখা আমি যে আর বিজেপিতে মানাতে পারছি না।' এদিকে বুবাই আর ভাজপা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মিলমিশের ছাকনিতে চালেডালে খিচুড়ি সংমিশ্রণে একাকার। তবে এখানে নয় মাস দশ দিনের পরিবর্তে নির্ধারিত লগ্নটা ছিল পরবর্তী পাঁচটা বছর। ছাব্বিশের ভোট পর্যন্ত। সময়গত এই ফারাকটা তো হবেই। কারণ একটা যে মনুষ্য সঙ্গম। অপরটা যে রাজ্য রাজনীতির। আসলে ভাবখানা হলো, একই নিদর্শন মুদ্রার দুটি ভিন্নতর পিঠ। একপক্ষে ভ্রুণ থেকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ শরীর গঠনের নানা ধাপ। অন্যপক্ষেও প্রায় একই দৃষ্টান্ত। একজন মেঠো নেতাকে সামনে রেখে আস্তে আস্তে গণ আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ মহড়া নেওয়া পঞ্চ বর্ষের নিখুঁত পরিমাপে। সবশেষে ছাব্বিশের ভোটে বং শরীর চিরে ব্রিগেড ময়দানের লেবার রুমে নবরূপে আত্মপ্রকাশ হলো প্রথম গৈরিক মুখ্যমন্ত্রী। সেই অভিনব মুখ্যমন্ত্রী হলেন বর্ষীয়ান শিশির অধিকারীর সন্তান তথা আদরের বুড়ি। এখানে উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর বাবা শিশিরবাবু তাঁর ছেলেকে 'বুড়ি' বলে ডেকে থাকেন।

এই বুড়ি বা শুভেন্দু অধিকারী হলেন বর্তমান রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আলোচিত নাম। গত ৯ মে বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য জন্মতিথিতে কলকাতা মহানগরীর ব্রিগেড ময়দানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দেশের কুড়িটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। ছাপ্পান্ন বছরের অবিবাহিত এই তরুণ তুর্কি এবারের নির্বাচনে বিজেপির অঘোষিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। একুশের নির্বাচনে নিজের ঘরের কেন্দ্র নন্দীগ্রামে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে ছিলেন রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে। সদ্য সমাপ্ত ভোটেও সেই মুখ্যমন্ত্রীকে আগাম বুক ঠুকে পরাস্ত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব এলাকায়। কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে পরপর দুবার হারানোর এমন বিরল দৃষ্টান্ত আমাদের রাজ্য সহ গোটা ভারতবর্ষে এই প্রথম। তাই নবগঠিত বিধান পরিষদীয় দলের লিডার হিসেবে বিজেপির ফার্স্ট চয়েজ শুভেন্দু অধিকারীকে বেছে নিতে একচুল বেগ পেতে হয়নি।

একুশের নির্বাচনে নিজে জিতলেও শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি ধরাশায়ী হয়েছিল তৃণমূলের কাছে। এরপর থেকেই রাজ্যের প্রতিটি কোনায় কোনায় ছুটে গিয়েছিলেন কাঁথির বুবাই। প্রতিদিন হরদিন তিনি দলের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে শুধু দৌড়েছেন। আর প্রতিটি প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টিএমসির অত্যাচারে নিপীড়িত দলীয় কর্মীদের কাছে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি হেলিকপ্টারে চাপা এলিট ক্লাসের নেতা কখনও হতে চাননি। বরং গাড়ি চেপেই রাজ্যের সমস্ত জায়গায় দিনরাত এক করে নাগাড়ে চষে বেড়িয়েছেন। তিনি কথা বলতেন চোখা চোখা। একেবারে আঞ্চলিক টোনে ও টানে। স্মার্ট ইংরেজি বলতে না পারলেও তাঁর ইংরেজি বলাতে একটা কিন্তু চমৎকার জিল ফুটে উঠতো। যা রাজ্যবাসীর মনকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করতো বইকি। এটা বলতে দ্বিধা নেই, গত পাঁচ বছর যাবৎ প্রত্যেকটা দিন লাগাতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে তিনিই একমাত্র রাজ্যের বিরোধী নেতা যিনি ডেক্স পলিটিক্স বাদ দিয়ে একেবারে ময়দানে নেমে খুল্লাম খুল্লা লড়াইটা করেছেন দাঁতে দাঁত চেপে। আদালতের নিত্য আদেশকে পকেটে পুরে। শুধু অফিসিয়াল স্ট্যামপ্যাডেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না, অচিড়েই তিনি বাংলার আপামর জনতার হৃদয়ের রাজ্য বিরোধী দলনেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন উপরিউক্ত কারণে। তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের একটাই পাখির চোখ ছিল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার ও টিএমসি দলের অকৃত্রিম বিরোধিতা করা। তিনি তাই অনায়াসেই বলতে পারতেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করিয়েই ছাড়বো।'

হ্যাঁ তিনি আজ তাঁর কথাটি রাখতে পেরেছেন। প্রকৃতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন যে নবান্নের চোদ্দ তলার পুরাতণী বাসিন্দা। বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরের দেওয়ালের নেমপ্লেটে ইতিমধ্যে জ্বলজ্বল করছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম। ইতিহাসের কি পট পরিবর্তন। যে বিরোধী নেত্রী নাছোড় লড়াইকে হাতিয়ার করে একদা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বামফ্রন্ট সরকারের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করিয়ে ছিলেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদে পদত্যাগ করতে না চাইলেও ঠিক দেড় দশক পর একদা তাঁরই অনুগত ইয়ং সেনাপতি শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে সমূলে উচ্ছেদ করেই ছাড়লেন গঙ্গার তীরে হাওড়ায় অবস্থিত রাজ্য প্রশাসনিক বহুতল থেকে। আসলে এটা ফের প্রমাণিত হলো, রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু হয় না, কোনও কিছুই চিরকালের নয়, এখানে প্রতিটি মুহূর্তই হলো সম্ভবনাময়।

এবার আসা যাক 'যুব' আর 'যুবা' চর্চায়। এই দুই শব্দের রাজনৈতিক অভিঘাতে রাজ্য রাজনীতিতে লাতুরের ভূমিকম্প ঘটে যায় সম্প্রতি। ফলস্বরূপ বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে অনিচ্ছার বিদায় নিতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উল্টে সেই পদে সদর্পের সম্ভাষণ ঘটে শুভেন্দু অধিকারীর।

যুব ও যুবা ইকোয়েশনের রহস্য অতি সম্প্রতি প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন এক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রীর মা গায়ত্রীদেবী। প্রখর রাজনৈতিক সচেতন এই প্রবীণা সরাসরি বলেন, 'তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় আমাকে বলেছিলেন যাতে শুভেন্দু অধিকারী বেশি রাগ না করে। ওর রাগ হওয়াটা সঙ্গত ছিল। আমার ছেলে অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। ওর নীতিতে যেটা অন্যায় সেটা অন্যায়ই। ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল ছাড়লো কেন? নিশ্চয় বড় কোনও কারণ আছে। শুভেন্দু অধিকারী তো তৃণমূলের যুব সভাপতি ছিল। রাতারাতি তাঁকে না জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই পদে বসিয়ে দিল। এইসব স্বেচ্ছাচারিতা কোনও আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারেন না। তাই ছেলেও নিজের বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে। সেদিন ছেলের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা আজ রাজ্যবাসীর ভোটদানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

যে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে পুঁজি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নের চোদ্দ তলায় পৌঁছে গিয়ে ছিলেন সেই নন্দীগ্রাম সংগ্রামের প্রধান স্থপতি ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সুতরাং তৃণমূল নেত্রী পুরস্কার স্বরূপ দলের যুব সভাপতি পদে তাঁকে জায়গা দিয়েছিলেন তখন। এই পারস্পরিক সখ্যতার প্রথম সুক্ষ্মতর চুলফাট দেখা দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী আসনে আসীন হওয়ার প্রথম বছরেই। দলের যুব শাখার সমান্তরাল যুবা শাখা তৈরির কথা তিনি ঘোষণা করলেন ২০১১ সালের ২১শে জুলাই শহীদ দিবস সভা থেকে। নিজের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলীয় যুবা শাখার সভাপতি পদে বসিয়ে। সেই শুরু রাজনৈতিক ফল্গু ধারায় অন্তঃসলিলা ঘরাণায় নিঃশব্দের এক চোরা দ্বন্দ্ব। মমতা বনাম শুভেন্দু। সৌজন্যে অভিষেক। ক্রমেই যুব ও যুবার ককটেল পাঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনীতিতে আনকোরা ভাইপোকে সামনের সারিতে নিয়ে এসেছিলেন। পাশাপাশি নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রধানতম কারিগর শুভেন্দু অধিকারীকে দলের যুবমঞ্চ থেকে অনেকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেদিন মুখ্যমন্ত্রী পর্দার আড়ালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর প্রকৃত যোগ্যতাকে ইচ্ছাকৃত খাটো করে। এই রাজনৈতিক অপচেষ্টা চরমে গিয়ে পৌঁছায় বিগত দশকের শেষ দিকে। যখন আচমকা শুভেন্দু অধিকারীর অজ্ঞাতসারেই আচমকা তাঁরই পদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিষিক্ত করে বসলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী। আর এটা রাজনৈতিক ভাবে সেদিন হজম করতে পারেননি আজ মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে তৃণমূল থেকে সমস্ত সংসর্গ ত্যাগ করেন ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর। আর রাজ্য রাজনীতির একসময়ের চানক্য মুকুল রায়ের মধ্যস্থতায় অমিত শাহের হাত থেকে গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নেন ওই মাসের ১৯ তারিখ। এরপর বাকিটাতো সবই ইতিহাসের পাতার ওপেন সিক্রেট। অনেকেই বলে থাকেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে সেদিন শুভেন্দু অধিকারীকে অযথা উপেক্ষা করাটাই ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় অপরিণামদর্শীতার পরিচয়। সেদিন যদি নিজের পরিবার থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা ভাইপোকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলে স্রোতে এগিয়ে না দিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকেই নিজস্ব কোটারিতে সযত্নে রেখে দিতেন তবে হয়তো ছাব্বিশে এমন পালাবদল হতো কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আরও মজার বিষয় হলো যে ভাইপোকে তিনি দলের মুখ করেছিলেন সেই তাঁকেই এখন দলের বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ হিসেবে প্রকাশ্যে কামান দাগাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন তৃণমূলেরই প্রথমসারির একগুচ্ছ নেতানেত্রীরা। হায়রে অদৃষ্ট।

এটা ঠিক, অতীতের বহু সংগ্রামের প্রতীক ছিলেন এতকালের শুভেন্দু অধিকারী। যিনি আজ রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী। সংগ্রামের এই যাত্রাপথ কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না তাঁর। জীবনের নিরাপত্তাও ছিল পদে পদে যথেষ্ট সংশয় পূর্ণ। তবে বিরোধী নেতা হওয়া আর প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি হওয়াটা কিন্তু এক সুত্রে বাঁধা মোটেই নয়। কোনও ইস্যুতে বিরোধ করা যত সহজ তা ইমপ্লিমেন্ট করা তার থেকে অনেক অনেক বেশি কঠিন। তার উপর বিগত পনেরো বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে থোক থোক ভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়ে গেছে নানান বেনিয়মের গর্ভস্রাব। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাঁকে গদিচ্যুত করাটা যতটা কঠিন কাজ ছিল তার থেকে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর চ্যালেঞ্জিং ব্রত হলো, এক নির্মল নিরপেক্ষ প্রশাসন রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়া। হাতে সময় মাত্র ষাট মাস। নয়া মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, আপনার স্মার্ট ওয়াচের বিপ বিপে কিন্তু সবেমাত্র কামডাউন চালু হয়ে গিয়েছে। অ্যালার্মের পিন পয়েন্টটা কিন্তু ডট পাঁচ বছর। চরৈবেতি চরৈবেতি। না এবার আর রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নয়। সেতো অনেক হলো। আপনার আগামী ষাট মাস হোক প্রশাসনিক দক্ষতার। কদম কদম বাড়ায়ে যা...

গৌড়ীয় মিশনের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম

অশোক সেনগুপ্ত

শ্রীচৈতন্যের ওপর বিশ্বের প্রথম এবং সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা এই কলকাতায়। মায়াপুরে ইসকন-এর প্রদর্শশালার কথা সবাই জানি। কিন্তু তার চেয়ে বহু বড় এবং আধুনিক, বাগবাজরের এই সংগ্রহশালার বিশদ সেভাবে জানা নেই। বিশ্ব সংগ্রহশালা দিবস হয়ে গেল ১৮ মে। অনেকটা তারই স্মরণে ২৩ মে থেকে দু'দিনের একটা আয়োজন করবে।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কেউ তাঁর সম্পর্কে একটু বিশদ জানতে চাইলে সকলেই কমবেশি সমস্যায় পড়ব। তিনি (১৪৮৬ খ্রিঃ, ১৫৩৪ খ্রিঃ) কবেল লোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু নন, প্রকৃত অর্থেই ছিলেন মহাপুরুষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। তাঁকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমাবতার বলা হয়।শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভাগবত দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক। জন্মেছিলেন গৌড়বঙ্গের নদিয়ার*নবদ্বীপে।

বাগবাজারে ১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিটের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের (গৌড়ীয় মিশন) চারতলা সংগ্রহশালায় মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর জীবনভিত্তিক মডেল ও আলোক-দৃশ্য (Light and Sound) দেখানো হয়। সেখানেই আগামী ২৩ ও ২৪ মে বসবে গৌড়ীয় নৃত্যের ওপর কর্মশালা। মিউজিয়ামের অন্যতম কর্মকর্তা ত্রিবিক্রম মহারাজ এই প্রতিবেদককে বলেন, বিশ্ব সংগ্রহশালা দিবস উদযাপন হিসাবেও কেউ ভাবতে পারেন এটিকে। এটির ভাবনা ও পরিচালনায় আছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মহুয়া মুখার্জি। তাঁর পিএইচডি-র বিষয়ও এই গৌড়ীয় নৃত্য। ওই দুদিন বেলা ১০টা থেকে ৪টে পর্যন্ত হবে কর্মশালা।

বাগবাজারে গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮-তে। ২০১৩-তে সেখানে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য এসেছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। ২০১৯-এর ১৩ আগস্ট এর উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৪,৫০০ বর্গফুট জায়গার ওপর তৈরি সংগ্রহশালায় ৯টি গ্যালারি।

সংগ্রহশালার নিচ তলায় মেডিটেশন হল ছাড়া মানবলীলা ও প্রেমদানলীলা নামে দুটি গ্যালারি। দ্বিতীয় তলে মহাপ্রভুর জীব উদ্ধার লীলা, মহাপ্রভু ও পার্ষদগণ, তৃতীয় তলে ভক্তিবিনোদ কক্ষ, বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্য দর্শন, চতুর্থ তলে শ্রীল প্রভুপাদকক্ষ, প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থকক্ষ ও প্রেক্ষাগৃহ। প্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন মহাপ্রভু ও প্রভুপাদের ওপর যথাক্রমে ৩০ ও মিনিট ও ১৫ মিনিটের ডকুমেন্টরি হয়। কে এই প্রভুপাদ? গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। পুরো নাম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী।

সংগ্রহশালায় আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে মহাপ্রভুর নিজস্ব হাতের লেখা একটি পুঁথি, ২০০-৩০০-৪০০ বছরের প্রাচীন কিছু পুঁথি, হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র অষ্টধাতুর যে সিংহাসনের ওপর বিগ্রহের (বিষ্ণু) আরাধনা করতেন, ৬৩৫ বছরের প্রাচীন সেই দ্রষ্টব্য প্রভৃতি। চারটি গ্যালারিতে আছে ভিন্ন ধরণের আলো ও ধ্বনির প্রযুক্তি। ইন্টারঅ্যাকটিভ সংকীর্তন সেগুলোর অন্যতম। প্রতি বছর শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও মেলার আয়োজন করা হয়। অনন্য এই সংগ্রহশালা দেখতে স্থানীয় বাসিন্দাদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি আসেন পর্যটক ও বিশেষজ্ঞরা। ত্রিবিক্রম মহারাজ বলেন, সংগ্রহশালায় মাসে গড়ে ৬৫০ দর্শক আসেন। মাথাপিছু প্রবেশমূল্য (তথ্যচিত্র প্রদর্শনী-সহ) ৮০/-। পড়ুয়াগোষ্ঠীর জন্য অর্ধেক ছাড়। রোজ সকাল ১০-১২টা ও বেলা ৩-৭টা খোলা। সোমবার বন্ধ থাকে।

বিশ্ব সংগ্রহশালার দিন প্রবেশমূল্য দিতে হয়। তবে, সংগ্রহশালার শিলান্যাসের দিনটি স্মরণে রেখে প্রতি বছর ১৩ আগস্ট প্রবেশমূল্য নেওয়া হয় না।

চর্চাবাসর ১৫৬

কথ্য বাংলা শব্দগুচ্ছ 'হাড়হাবাতে' একটি যৌগিক শব্দ , যা চরম নিঃস্ব, অত্যন্ত দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত বা হাড়ভাঙা ক্ষুধায় কাতর কোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। হাড় (Haar) সংস্কৃত মূল শব্দ haḍḍi বা haṭṭa থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ অস্থি। হভাতে (হাভাতে) সংস্কৃত 'অভুক্ত' (অবুক্ত) বা 'হাভাক' (অভক) এর একটি অপভ্রংশ, যার অনুবাদ হয় অখাদ্য, ক্ষুধার্ত বা ক্ষুধার্ত।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দশ হাজার কোটি টাকার ডিসিআর কেলেঙ্কারির অভিযোগ!

পাথরের ডিসিআর থেকে একদিনে আয় ২.৩০ কোটি

মৃণালজিৎ গোস্বামী

১০ হাজার কোটি টাকার ডিসিআর কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করলেন সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নিজ বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রশাসনিক বৈঠক ডেকে টোল-সহ অবৈধ সমস্ত বালি বা পাথর খাদান ইত্যাদি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অবৈধ পাথরের কারবার বন্ধের জন্য ডিসিআর বন্ধের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সিউড়ি সার্কিট হাউসে কয়েকদিন আগেই বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন-এর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বীরভূমের নবনির্বাচিত বিজেপির বিধায়করা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ভূমি দপ্তরের আধিকারিক, পুলিশ, জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট এবং এমভিআই দপ্তরের আধিকারিকেরা যৌথভাবে নজরদারি চালাবে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ডিসিআর চালান দেবেন। জেলার ৯টি ডিসিআর চেক গেটে মুরারই, নলহাটি, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাটে প্রথম দু'দিনই যা রাজস্ব আদায় হয়েছে তা দেখেই চমকে উঠেছেন আধিকারিকেরা। পাথর শিল্পাঞ্চলে আড়াইশো ক্রাশার রয়েছে যেগুলি বেআইনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এপ্রিল ২০২৫ থেকে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন ১৯ লক্ষ টাকা করে পাথর থেকে রাজস্ব আদায় হত। এটি সরকারের হয়ে একটি বেসরকারি সংস্থা আদায় করত। লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপির আন্দোলনের চাপে পড়েই নভেম্বর ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত এই রাজস্ব আদায় বেড়ে প্রতিদিন ৭০ লক্ষ টাকা করে হয়। পরবর্তীতে বিজেপি সরকার ক্ষমতা আসার পর পাথর, বালি-সহ অবৈধ কারবার বন্ধের নির্দেশ দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার নিজেই ডিসিআর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে পাথর থেকে রাজস্ব আদায় পুরোপুরি সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে। সরাসরি ডিসিআর-এর ক্ষেত্রে সরকারি চারটি দপ্তর একযোগে ১৭ মে কালেকশন শুরু করে। প্রথম দিনেই ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ১৮ মে সেই আদায় বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। আর ১৯ মে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় আড়াই কোটি টাকার কাছাকাছি।

সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ তুলে বলেন, 'বিজেপি সরকার আসার পরেই যে টাকা গত কয়েক দিনে আদায় হয়েছে। সেই হিসেবে ধরলে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে গত ১৫ বছর ধরে।' তিনি আরও অভিযোগ, রেশন কেলেঙ্কারি থেকেও বড় দুর্নীতি হয়েছে এই ডিসিআর নিয়ে। তাই ডিসিআর কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ তৃণমূল প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারি ভাবে একটি পরিবারের পকেটে এই টাকা ভরেছে। পাথর নিয়ে দুর্নীতির পর বালি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ে বলেন, 'দুর্গাপুরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, সেখানে বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সেখানেই এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য তুলে দেওয়া হবে।' সঙ্গে ডিসিআর কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেন তিনি।

আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদে বেনিয়মের অভিযোগ চন্দ্রশেখরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মঙ্গলবার আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে যান দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই। এডিডিএ সিইও-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপরেই এডিডিএ থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই জানান, 'বেশ কিছু জমি ও বেশ কিছু ফাইলে দুর্নীতি হয়েছে তার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত হবে। এর পাশাপাশি শহরে চলা পার্কিং নিয়ে ব্যবস্থা করা হবে।' বিধায়ক চন্দ্রশেখর বলেন, 'শহরজুড়ে বহু বেআইনি পার্কিং রয়েছে এবং সেখান থেকে নকল টিকিট ছাপিয়ে তোলা আদায় করা হয়। এর পাশাপাশি দুর্গাপুর শহর জুড়ে এডিডিএ-এর জায়গায় যে সকল হোর্ডিং লাগানো আছে, তার মধ্যে অধিকাংশ হোডিংই অবৈধভাবে লাগানো আছে। অবিলম্বে সেই হোর্ডিংগুলি খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত কমিটি করে এই সকল বিষয়গুলিকে সামনে আনার প্রক্রিয়া শুরু হবে।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'আগামী ২১ মে স্টেট এডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং রয়েছে, যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। যদি এই অবৈধ কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে সেই মিটিংয়ে এই কারবারিদের নাম প্রকাশ্যে আনা হবে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
৩য় তল, ইন্ডিয়ান ব্যাংক বিল্ডিং, জি ডি - ৩৭৭ - ৩৭৮, সেক্টর - III, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, ই-মেইল zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির লকারহোল্ডারগণের প্রতি নীতিগত নোটিশ, যারা লকার ভাড়ার বকেয়া মেটাননি বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রেরিত একাধিক নোটিশের উত্তর দেননি। নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লকার ভাড়া মেটানো না হয় তবে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি ভেঙে খোলা হবে। অনুগ্রহ করে অবহিত হোন যে, লকারে থাকা, যদি কিছু, বিক্রি করা হবে এবং তা লকার ভাড়ার বকেয়া উশুল এবং ভাঙার শুল্ক বাবদ আদায় করা হবে এবং এর বাকি বকেয়া অবশিষ্ট আদায়ের জন্য [illegible] ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রম নং	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীর নাম	এসএভি এ/সি নং	বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত	লকার ভাড়ার পরিমাণ সর্বশেষ সময় থেকে
১.	শিয়ালদহ শাখা	শ্রীমতি আভা পাল	৩০৪৬০৮৮১	১৪৪১৪ টা	৩০.০৬.২০২১
২.		শ্রীমতি ঝুমা মিত্র	৩০৪৬১৭২৭	১১৮৭২ টা	৩০.০৬.২০২১
৩.		শ্রী বিশ্বনাথ গুপ্ত	৩০৪৬০৭৯০	১১৮৭২ টা	৩০.০৬.২০২১
৪.		শ্রী এ ওয়াহিদ	৩০৪৬১১৫৯	১৪৪১৪ টা	৩০.০৬.২০২১
৫.		শ্রীমতি মোনালিসা বিশ্বাস	৪৫০০৫৭০৪৩৮	১১৪০৭ টা	৩০.০৬.২০২১
৬.		শ্রী দীপক দাস	৩০৪৬১০৯১	১১২৬৪ টা	৩০.০৬.২০২১

তারিখ : ০৭.০৪.২০২৬, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল) ১/১৬ ভি আই পি রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ই-মেল - sbi.15342@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্যামল দাস,** পিতা জ্যোতিলাল দাস। **নিবাস :** মলিনা অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট এফএলআর ২ দক্ষিণ পশ্চিম ৪০/২ যশোর রোড দক্ষিণ, প্রসাদপুর ডাকবাংলো মোড়, ওয়ার্ড নং ৪, পো/থানা -বারাসত, বারাসত (এম), ৭০০১২৪, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। আরও ঠিকানা : পিডি-৫২, অর্জুনপুর পাসচ, আইএম পাড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন- ৭০০০৫৯। **হোম লোন : এ/সি নং ৪৩৩৮৭১২৪৯০৩। সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪৩৩৮৭০৪৭৯৭১। টপ আপ এ/সি নং : ৪৩৫৯৬০০৩১৩৮। শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর।**	**অংশ -১** (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি, উল্লেখ্য চালু সম্পদ-মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি, নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) নেই **অংশ -২ : (উক্ত সম্পত্তির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা ১ ছটাক ৩০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা- প্রসাদপুর, জেএল নং ৩৯, আরএস নং ২২৯, তৌজি নং ১৪৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭১ এবং ৭২, খতিয়ান নং ১৩২ এবং ১৩৩, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০/২, যশোর রোড, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ৪, বারাসত পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সিঁড়ি এবং সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : যশোর রোড। পূর্বে : শ্রী আশিস গোস্বামী, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। **(উক্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ২২ বছরের পুরানো, মার্বেল মেঝে (লিফট সুবিধা ব্যতীত) ফ্ল্যাট তিনতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৮২৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ভবনের নাম "**মলিনা অ্যাপার্টমেন্ট**", ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০/২ যশোর রোড, থানা বারাসত, ওয়ার্ড নং ৪, বারাসত পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রথম তপশিলে উল্লিখিত মতে সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত ভবনে এবং উক্ত প্রেমিসেসে, বিস্তারি তৃতীয় তপশিলে বর্ণিত মতে এবং সংযুক্ত প্ল্যান অনুযায়ী যা লাল কালিতে চিহ্নিত। **সম্পত্তি শ্যামল দাস এর নামে, দলিল নং ১-৪৫৪৬/২৩।**	০৫.০৫.২০২৬	২৮.০৪.২০২৬	**২২,৬৭,০৮৬ টাকা (বাইশ লাখ সাতষট্টি হাজার ছিয়াশি টাকা) ৩০.০৪.২০২৬** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)কে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ২০.০৫.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (৪র্থ তল) ক্যান্টনমেন্ট রোড
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস এর জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক **গ্রাম এবং পো : দৌলতাবাদ,** জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০২ ঠিকানায় ভাড়া /লিজের ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট আগ্রাধিকার একতলায়) শাখা অফিসের জন্য দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক অধীনে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) সম্পূর্ণ বিস্তারিত অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নং ইত্যাদি সম্বলিত।
খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড) প্রতি বর্গফুটের আর্থিক দর ইত্যাদি সম্বলিত।
সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে পৃথক পৃথক সিলকরা খামে "**টেকনিক্যাল বিড**" এবং "**ফিনান্সিয়াল বিড**" শীর্ষাঙ্কিতভাবে **সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ** উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **১৭ দিনের মধ্যে** অর্থাৎ **৫ জুন ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস/বিও দৌলতাবাদ/পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। আগ্রহী মালিকগণের অবগতির জন্য লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ক ব্যাঙ্কের খসড়া লিজ দলিলের বয়ান ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

সার্কেল হেড

বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহ লক্ষ্য করুন ঃ নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের তালিকাভূক্তি

পূর্ব রেলওয়ের জনসংযোগ সম্পর্কিত কাজ করতে তালিকাভুক্তির জন্য আইএনএস অ্যাক্রিডিটেড বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আমাদের ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in (Supplier Information → Other information)** থেকে **১৫.০৬.২০২৬ তারিখের সকাল ১১টা পর্যন্ত** আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনপত্রের মূল্য জমা সাপেক্ষে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, ৩, কয়লাঘাট স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকেও **১৪.০৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে** যে কোনও কাজের দিন **সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত** এবং **১৫.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত** এই আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। "এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে"র অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় শিডিউলড্ ব্যাঙ্কের ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট অথবা চিফ ক্যাশিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে দ্বারা ইস্যু করা মানি রিসিপ্ট আকারে আবেদনপত্রের মূল্য হিসাবে **৫,৯০০ টাকা** (৫,০০০ টাকা + ১৮% জিএসটি ৯০০ টাকা) (অফেরতযোগ্য) জমা করতে হবে। নির্ধারিত উপায়ে জমা দেওয়া আবেদনপত্রের মূল্য সহ সর্বতোভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র উপরোক্ত ঠিকানায় **১৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টার** মধ্যে অতি অবশ্যই পৌঁছতে হবে, অন্যথায় আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না। বিশদ বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এ-বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, ৩, কয়লাঘাট স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১**-এ যোগাযোগ করুন।

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক

পূর্ব রেলওয়ে

SBI — এসবিআই টার্মিনাস বিল্ডিং শাখা (১৪৫২৮)
নিউটাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন: ৭০০১৫৬
ই-মেল আইডি: sbi.14528@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সুবিমল রায়, যিনি **এসবিআই টার্মিনাস বিল্ডিং শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **২৬.০৫.২০২৬ বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **২৮.০৫.২০২৬** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সুবিমল রায়

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৮.০৫.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪২.৯৬০ গ্রাম নিট ওজন ৩৯.৫২০ গ্রাম	১টি নেকলেস গালা ছাড়া ১টি বালা
২.	২৮.০৫.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ২০.৮৩০ গ্রাম নিট ওজন ১৮.২৪০ গ্রাম	২টি হাতের আংটি ১টি কব্জির চেইন
৩.	২৮.০৫.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১২.৪২০ গ্রাম নিট ওজন ১১.৪৩০ গ্রাম	২টি চুড়ি (শিশু)
৪.	২৮.০৫.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৪.৯২০ গ্রাম নিট ওজন ৪.১৪০ গ্রাম	৩টি হাতের আংটি
৫.	২৮.০৫.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪৭.৮৪০ গ্রাম নিট ওজন ৪৪.০১০ গ্রাম	দুটি লকেট সহ ৫টি চেইন
৬.	২৮.০৫.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৪.৬২০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৪৫০ গ্রাম	৬টি কানের দুল
৭.	২৮.০৫.২০২৬	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪.৯৪০ গ্রাম নিট ওজন ৪.৫৫০ গ্রাম	১টি নোয়া

তারিখ: ২০.০৫.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: নিউটাউন — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট ৪এ [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০৬.২০২৬ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**সাঁইথিয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **বুদ্ধদেব ঘোষাল, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষাল, বসবাসের ঠিকানা :** সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি বসবাসের প্লট তদস্থিত ভবন সহ অবস্থিত মৌজা -বারকেন্দ্রা, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ৪৫১, প্লট নং ৭১০, পো এবং থানা - সাঁইথিয়া, জমির এরিয়া ০.০৫ একর, জেলা -বীরভূম (পব)। সম্পত্তি শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : রবীন্দ্র নাথ ঘোষালের ভবন। পশ্চিমে : সড়ক। উত্তরে : মীরা চ্যাটার্জির ভবন। দক্ষিণে : পঞ্চায়েত রোড।	ক. ১৭.৪০ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৫.১২.২০২৪ গ. ২৪.০২.২০২৫	১. ২০,১৫,০০০.০০ টাকা ২. ২,০১,৫০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**ধাত্রীগ্রাম শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মধুসূদন দাস, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী মধুসূদন দাস, নিবাস :** গ্রাম -পো : সিমলান, কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি এক দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত গ্রাম-পো : সিমলান, প্লট নং ১২২২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৭১, জেএল নং ৫৭, থানা : কালনা, জেলা -বীরভূম। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সুকুমার দাস এর ভবন। পশ্চিমে : ডোবা। উত্তরে : গ্রাম পঞ্চায়েত রোড। দক্ষিণে : দুর্গাপদ সাঁতরার ভবন।	ক. ২১.১৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৭.০৪.২০২১ গ. ১১.০৯.২০২১	১. ২০,৬২,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৬,২০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**জামুড়িয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **সুনীল পাল, ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুনীল পাল নিবাস :** রাধানগর রোড, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সম্পত্তি এক দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- সান্তা, জেএল নং ২০, সিএস খতিয়ান নং ৭৭১, আরএস খতিয়ান নং ১২৫৩, সিএস প্লট নং ৩৩৩৩ এবং ৩৩৩১, আরএস প্লট নং ২৪৪৫, এলআর খতিয়ান নং ৮১, এলআর প্লট নং ২৪১০, পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ২ ছটাক বাস্তু জমি। সম্পত্তি শ্রী সুনীল পালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া রোড। উত্তরে : রুবি মিত্র এর জমি। দক্ষিণে : অনিল পালের জমি।	ক. ৮.১৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৯.১১.২০২৫ গ. ৩১.০১.২০২৬	১. ২২,০৬,০০০.০০ টাকা ২. ২,২০,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**জামুড়িয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **তাপস মুখার্জি এবং সুমনা মুখার্জি। ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী তাপস মুখার্জি এবং শ্রীমতি সুমনা মুখার্জি, নিবাস :** আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং এফ-৩, একতলায় বিজয়া রেসিডেন্সি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৭৮ বর্গফুট) এবং এক দ্বিচক্র যানের বাইকের খোলা পার্কিং স্পেস পরিমাপ ২৪ বর্গফুট। অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত জেএল নং ৩৫, মৌজা-আসানসোল, গভ এলওপি -২০৭, অংশ সিএস প্লট নং ১১৭ (অংশ) এবং ১১৯ (অংশ) আরএস প্লট নং - ২৪১, পরবর্তী এলআর প্লট নং ৩৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৫৯। সম্পত্তি শ্রী তাপস মুখার্জি এবং শ্রীমতি সুমনা মুখার্জি এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : কলোনি রোড। পশ্চিমে : এলওপি ২০১১ রিঙ্কু সাহা এর ভবন। উত্তরে : এলওপি ২০৬ এবং ভি/এল সুজাতা ব্যানার্জি। দক্ষিণে : এলওপি ২০৮ এবং সুব্রত রায় এর ভবন।	ক. ৩৩.৫০ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৯.১০.২০২৫ গ. ০৮.০১.২০২৬	১. ২৭,২৫,০০০.০০ টাকা ২. ২,৭২,৫০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.০৬.২০২৬ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৪.০৬.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত** দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.০৬.২০২৬** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ১৮.০৫.২০২৬ স্থান: দুর্গাপুর — অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - ১, কলকাতা
'নাগাল্যান্ড হাউস', ৯ম তল, ১১ ও ১৩ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন ০৩৩-২২৮০৩০৯৮, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৮১০৬২২, ই-মেইল sbi.04151@sbi.co.in

রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের **সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২** এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর **রুল ৩** এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৪.০২.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৃতিকা লিকারস এলএলপি** এবং এর জামিনদাতাগণ **(১) শ্রী সানি মজুমদার (২) শ্রীমতী শ্বেতা রায় মজুমদার** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১০,৮২,১৬,৮৬২.৭৪ টাকা (দশ কোটি বিরাশি লাখ ষোলো হাজার আটশ বাষট্টি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) এবং ২৪.০২.২০২৬ থেকে** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৬ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১০,৮২,১৬,৮৬২.৭৪ টাকা (দশ কোটি বিরাশি লাখ ষোলো হাজার আটশ বাষট্টি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) এবং ২৪.০২.২০২৬ থেকে** সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

কৃতিকা লিকার এলএলপি এর মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক **১৩৭.৩৭ ডেসিমেল,** কমবেশি অবস্থিত মৌজা- রাধামাধবচক, জেএল নং ১৩০, দাগ নং ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৮/১৭৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫৭, ১৫৮, ১৪৬/১৭৫, ১৫০/১৭৯, এবং ১৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৪, ১১৯, (নির্মাণ এরিয়া ২৯,৪৯৬ বর্গফুট (প্লিন্থ এরিয়া), ঢাকা এরিয়া ২৫০৭১ বর্গফুট প্রধান ফ্যাক্টরি শেড, অফিস বিল্ডিং ইত্যাদি), পো : খঞ্জনচক, থানা : দুর্গাচক, হলদিয় পুরসভা অধিক্ষেত্রে, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন -৭২১৬০২।
দলিল : ১-১০৩১৮/২০২২, সম্পত্তি কৃতিকা লিকার এলএলপি এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রশান্ত কুমার দাসএর সম্পত্তি। দক্ষিণে : প্রশান্ত কুমার দাসের সম্পত্তি। পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া মেটাল রোড। পশ্চিমে : প্রশান্ত কুমার দাসের সম্পত্তি।

তারিখ : ১৬.০৫.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : হলদিয়া — এসবিআই, এসএএমবি - ১

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - ১, কলকাতা
'নাগাল্যান্ড হাউস', ৯ম তল, ১১ ও ১৩ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন ০৩৩-২২৮০৩০৯৮, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৮১০৬২২, ই-মেইল sbi.04151@sbi.co.in

রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের **সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২** এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর **রুল ৩** এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৪.০২.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৃতিকা লিকারস এলএলপি** এবং এর জামিনদাতাগণ **(১) শ্রী সানি মজুমদার (২) শ্রীমতী শ্বেতা রায় মজুমদার** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১০,৮২,১৬,৮৬২.৭৪ টাকা (দশ কোটি বিরাশি লাখ ষোলো হাজার আটশ বাষট্টি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) এবং ২৪.০২.২০২৬ থেকে** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১০,৮২,১৬,৮৬২.৭৪ টাকা (দশ কোটি বিরাশি লাখ ষোলো হাজার আটশ বাষট্টি টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) এবং ২৪.০২.২০২৬ থেকে** সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সানি মজুমদার এর মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ **৪৪৬ ডেসিমেল** কমবেশি, পরিমাপ আনুমানিক ৭০ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩২৪, পরিমাপ আনুমানিক ৩২৭ ডেসিমেল , আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৩১, ১৩৩২, ১৩৩৩, ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৩৭, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ১৩৪৩/১৭২৮ এবং ১৩৩১/১৭২৬ এবং পরিমাপ আনুমানিক ৪৯ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৪২, এবং ১৩৪৯, অবস্থিত মৌজা ধুলিয়ারা, জেএল নং ২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৮, থানা : পোলবা, রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েথ অধিক্ষেত্রে, জেলা হুগলি।
স্বত্ব দলিল নং : ১-২৭১১/২০১৯, ১-৪৯৫৯/২০২০ এবং ১-৫৭৬১/২০২০।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : প্রথম জমি : উত্তরে : প্লট নং ১৩২১, দক্ষিণে : পঞ্চায়েত মেটাল রোড। পূর্বে : প্লট নং ১৩০৬, পশ্চিমে : প্লট নং ১৩২২ এবং ১৩২৩। দ্বিতীয় জমি : উত্তরে : প্লট নং ১৩০৬। দক্ষিণে : পঞ্চায়েত মেটাল রোড। পূর্বে : প্লট নং ১৩৪১ এবং ১৩৪৩ এবং সড়ক। পশ্চিমে : প্লট নং ১৩৩০, ১৩২১, ১৩১১, ১৩১০, এবং ১৩০৯। তৃতীয় জমি : উত্তরে : প্লট নং ১৩৫০। দক্ষিণে : পঞ্চায়েত মেটাল রোড। পূর্বে : পঞ্চায়েত মেটাল রোড। পশ্চিমে : প্লট নং ১৩৪২।

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : মৌজা - ধুলিয়ারা, জেলা হুগলি — এসবিআই, এসএএমবি - ১

SBI — এসবিআই এইচএলসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট - ব্যারাকপুর,জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২০ ,
ইমেল: sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৭.০২.২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা-(১) শ্রী রতন কুমার বিশ্বাস, পুত্র- প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস, প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস (মৃত)-এর আইনি উত্তরাধিকারী, ঠিকানা- উত্তর ঘোষ পাড়া, পোঃ ও থানা- চাকদহ, গোধূলি লজ, চাকদহ, নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২, (২) মিনতি বিশ্বাস, মাতা- প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস, প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস (মৃত)-এর আইনি উত্তরাধিকারী, ঠিকানা- উত্তর ঘোষ পাড়া, পোঃ ও থানা- চাকদহ, গোধূলি লজ, চাকদহ, নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২, (৩) দীপা বিশ্বাস, স্বামী- প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস, প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস (মৃত)-এর আইনি উত্তরাধিকারী, ঠিকানা- উত্তর ঘোষ পাড়া, পোঃ ও থানা- চাকদহ, গোধূলি লজ, চাকদহ, নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২, (৪) স্বাভাবিক অভিভাবক দীপা বিশ্বাস, শ্রেয়সী বিশ্বাস (নাবালিকা), পিতা- প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস, প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস (মৃত)-এর আইনি উত্তরাধিকারী, ঠিকানা- উত্তর ঘোষ পাড়া, পোঃ ও থানা- চাকদহ, গোধূলি লজ, চাকদহ, নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২ এবং (৫) স্বাভাবিক অভিভাবক দীপা বিশ্বাস, স্বর্ণভ বিশ্বাস (নাবালক), পিতা- প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস, প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস (মৃত)-এর আইনি উত্তরাধিকারী, ঠিকানা- উত্তর ঘোষ পাড়া, পোঃ ও থানা- চাকদহ, গোধূলি লজ, চাকদহ, নদীয়া, পিন- ৭৪১২২২-কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ ১১,৮৭,৩৭২.৪০/- টাকা + ৮২,৪৭২.৬০/- টাকা = ১২,৬৯,৮৪৫.০০/- টাকা (বারো লক্ষ উনসত্তর হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)** ০৭.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত সঞ্চিত সুদ সহ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং /বা জামিনদারগণ উক্ত টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯ শে মে, ২০২৬ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং/ বা জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং **সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে ১১,৮৭,৩৭২.৪০/- টাকা+ ৮২,৪৭২.৬০/- টাকা =১২,৬৯,৮৪৫.০০/- টাকা (বারো লক্ষ উনসত্তর হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)** ০৭.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং তদুপরি ০৮.০২.২০২৬ তারিখ থেকে সঞ্চিত সুদ এবং এর ওপর ভবিষ্যৎ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পত্তের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় এক্তিয়ারের মধ্যে ওয়ার্ড নং- ১৪-তে হোল্ডিং নং- ১০৯-এর অধীনে, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত মৌজা- গারুলিয়া, জে.এল. নং- ০১, তৌজি নং- ২৪৬০-২৪৬১, আর.এস. খতিয়ান নং- ১০০৩ এবং তার সম্পর্কিত এল.আর. খতিয়ান নং- ২৮৫৫-এর অধীনে, আর.এস. দাগ নং- ১৭৭৩ এবং তার সম্পর্কিত এল.আর. দাগ নং- ৫০২৯-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ০২ কাঠা ০৮ ছটাক (কম বা বেশি) পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । এটি এ.ডি.এস.আর. ব্যারাকপুরে ২০১৯ সালের ০২৬০৯ নং বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত এবং ০৪.০৬.২০১৯ তারিখে ১ নম্বর বইয়ের ১৫০৫-২০১৯ ভলিউম নম্বরে ৭৩৮৯০ থেকে ৭৩৯১১ পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে।
সম্পত্তিটি প্রয়াত সুদেব বিশ্বাস এবং শ্রীমতী দীপা বিশ্বাস-এর নামে রয়েছে।
সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- অঞ্জন ভট্টাচার্য-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে- প্রয়াত সুবোধ দাস-এর সম্পত্তি, পূর্বে- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা এবং পরিতোষ ভট্টাচার্য-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- অনিল ভট্টাচার্য-এর সম্পত্তি।

তারিখ: ১৯.০৫.২০২৬, — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: গারুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাণ্ডবেশ্বরে নরেন-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল প্রধান রামচরিত্র পাসওয়ান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: এলাকায় হুমকি সন্ত্রাস ও মানুষকে ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান রামচরিত্র পাসওয়ান। কে এই রামচরিত্র পাসওয়ান? বছর সাতের আগে যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বাকোলা কোলিয়ারির ইন্দিরাচক এলাকায় ছোট্ট একটা দোকান চালাতেন, বর্তমানে সেই তিনিই সারদা পল্লী এলাকায় তৈরি করেছেন বিশাল অট্টালিকা। তাঁর এই উত্থানে নানান প্রশ্ন ওঠে এলাকায়। কিভাবে এই সামান্য কয়েকটা বছরে এত টাকার সম্পত্তি হল রামচরিত্রর? একেবারে গলি থেকে রাজপথের মতো দৃষ্টান্ত পঞ্চায়েত প্রধানের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পঞ্চায়েত প্রধান তথা তৃণমূল নেতা রামচরিত্র পাসওয়ান প্রাক্তন পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ এবং খুব কাছের লোক বলে পরিচিত ছিল। সেই পরিচিতিকে কাজে লাগিয়েই মানুষকে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে নানান তোলাবাজিতে যুক্ত ছিলেন এই প্রধান,বলে অভিযোগ। একই এলাকার বাসিন্দা বিক্রান্ত সাউ নামে এক ব্যক্তি জানান, সারদা পল্লী এলাকায় রাস্তা দখল করে, প্রভাব খাটিয়ে রামচরিত্র তার অট্টালিকা বানিয়েছে। কিছু বলতে গেলেই হুমকি আসতো। শুধুমাত্র সেই সময়ে শাসকদলের প্রধান ছিল বলেই তার এত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এদিন তাঁর গ্রেপ্তারিতে খুশি ওই এলাকার মানুষও। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা এলাকায় সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশের অভিযানের পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ছোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রামচরিত্র পাসওয়ানকে অবৈধ তোলাবাজি ও সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তিনি তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। পুলিশি অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে শুরু হয় জোর চর্চা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রামচরিত্র পাসওয়ানের বিরুদ্ধে এলাকায় অবৈধ তোলাবাজি, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো এবং চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। যদিও গোটা ঘটনার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার ধৃত তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে আদালতে পেশ করা হয়।

বাড়ি ফিরতে করতে হয়েছিল ওঠবোস!

২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসার বিচার চেয়ে থানায় মহিলা বিজেপি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল বিজেপি। সেই সময় বিজেপি কর্মীদের কান ধরে ওঠবোস করানো হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল হুমকি। এলাকায় থাকতে গেলে বিজেপি করা যাবে না এমনই ফতোয়া জারি করেছিল তৃণমূল কর্মীরা। সেই দিন থেকেই আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হতো বিজেপি কর্মীদের। বিশেষ করে মহিলাদের। সেই আতঙ্ক আজও ভুলতে পারেননি দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁকসা গোপালপুর উত্তরপাড়ার মহিলারা। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তাই ভয় কাটিয়ে এবার সেই ঘটনায় যুক্ত দোষীদের শাস্তির দাবি জানালেন মহিলারা। সোমবার সন্ধ্যায় কাঁকসা থানার গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান একদল মহিলা। পরে রাতে এফআইআর দায়ের হয়। মহিলাদের অভিযোগ, তারা এলাকায় বিজেপি করতেন বলে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই তাদের উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার শুরু করে এলাকার তৃণমূল নেতারা। ভোটের ফল ঘোষণার পর ঘরছাড়া থাকেন বহুদিন। পরে ঘরে ফেরার জন্য তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হয়। এমনকি কান ধরে ওঠবোস করতে হয় তাদের। তার পরেই তাদের বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। ভয়ে সেই সময় থেকে কেউ আর প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে পারেননি। এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগেও একইভাবে তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগের দিন পর্যন্ত তাদের ভয়ের মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছিল। ৪ মে ফলাফল ঘোষণার পর কিছুটা সাহস পান মহিলারা। এরপরেই তারা এক জোট হয়ে কাঁকসা থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতা রোমেন্দ্রনাথ মণ্ডল-সহ প্রায় ১০ জন কর্মী তাদের হুমকি দেয়, অত্যাচার করে সেই সময়। সেই ঘটনায় যুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মহিলারা।

GPT group

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- U70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com,
ই-মেল- ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২,৬৩৭.১৮	১০,১৪০.২২	৪৭,২৫৪.৭০	৪০,৭০৯.১৪
২ নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৫৮৬.৪৮	১,৬৩৬.৮৯	৫,৪৮০.৫৫	৬,৯৩৪.৫৬
৩ নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৪৫৬.৬০	১,২৮৯.০০	৪,২২২.০৫	৪,৯৯২.১৭
৪ মোট ব্যাপক আয়	১,৪৪৭.২৩	১,৩০৬.৯৩	৪,২০৯.১১	৪,৯৮৭.৪০
৫ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটির	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮
৬ শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.৭৮*	১.৫৭*	৫.১৫	৬.০৮

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com -তেও পাওয়া যাবে।
২ কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ @ ১৫% চূড়ান্ত লভ্যাংশ অর্থাৎ প্রতি ইকুইটি শেয়ারে ১.৫০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে, যা আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের শর্তাধীন। কোম্পানিটি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য @ ১০% বা প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ১ টাকা অন্তবর্তী লভ্যাংশ দিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ সহ মোট লভ্যাংশ হল প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ২.৫০ টাকা।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৮ মে, ২০২৬

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
ড. ওম তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00001342

দুর্নীতি নির্মূল করাই লক্ষ্য

হাসপাতাল পরিদর্শনে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: হাসপাতালে দুর্নীতি রুখতে এবার হাসপাতাল পরিদর্শন করে দেখলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা। পাশাপশি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে দেখাও করেন এবং কি অসুবিধা সুবিধা সে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলেন। জানা গিয়েছে, আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে সাজানো হতে চলেছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। তার মধ্যে দালাল চক্র বন্ধ থাকবে। বিশেষ করে অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের দিকে নজর রাখা হবে। যারা রোগীদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে না এনে নার্সিংহোমে নিয়ে চলে যায় তাদের দিকে নজর রাখা হবে। বিধায়িকা জানিয়েছেন, 'দূর দূর থেকে যে সমস্ত রোগীর আত্মীয়-স্বজন আসেন, তাদের নির্দিষ্ট থাকার ব্যবস্থা করা হবে। কারণ এই হাসপাতালে যেখানে সেখানে বসে থাকে রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা। তৃণমূলের নেতাদের ছত্রছায়ায় থেকে বেআইনিভাবে যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করা হবে, শুধু তাই নয় বর্ধমান শহরে যেভাবে ব্যাঙের ছাতার মত নার্সিংহোম গজিয়েছে, সেই দিকে নজর দেওয়া হবে।' এদিন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুপার এবং ডাক্তার, সিস্টার ও কর্মচারীরা সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করেন বিধায়িকাকে। বিধায়িকা বলেন, 'হসপিটাল এমন একটা জায়গা, যেখানে মানুষ আনন্দের জন্য আসে না। দুঃখের সঙ্গে তাদের আসতে হয়। তাদেরকে কোনও ভাবেই কষ্ট দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র মায়েরা আছেন, যারা সন্তান জন্ম দেন তারা একমাত্র হাসি মুখে হাসপাতাল থেকে বাড়ি যান। বর্ধমান শহরের বিভিন্ন জায়গায় পৌরসভার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে কিন্তু পরিকাঠামো ঠিকঠাক ভাবে থাকলেও, পরিচালনা করার মতো কোনও ডাক্তার নিয়োগ হয়নি, সেদিকটাও নজর দিতে হবে।'

চন্দ্রনাথ হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তকে সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত রাজকুমার সিংকে গ্রেপ্তার করে বারাসাত আদালতে পেশ করল সিবিআই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার মুজাফফর নগর পুলিশ এবং সিবিআইয়ের যৌথ অভিযানে রাজকুমার সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই সে পলাতক ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার ধৃত রাজকুমার সিং-সহ আগে গ্রেপ্তার হওয়া তিন অভিযুক্তকেই মঙ্গলবার বারাসাত আদালতে পেশ করে সিবিআই। তদন্তের স্বার্থে তাকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হলে বিচারক তা মঞ্জুর করেন।

কুরবানীতে সরকারি নির্দেশ পালন করার আর্জি রামপুরহাট ইমাম ও মোয়াজ্জেম ওয়েলফেয়ার সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: নতুন সরকার গঠন হওয়ার পরই কুরবানীতে গোরু, মোষ জবাই করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ালেন মুসলিম সমাজের একাংশ। মঙ্গলবার রামপুরহাট ইমাম ও মোয়াজ্জেম ওয়েল ফেয়ার সমিতির সদস্যরা সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথাই জানালেন। হাইকোর্টের নির্দেশ এবং সরকারের জারি করার নির্দেশ মেনেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত বলেই জানান তাঁরা। ১৯৫০ সাল থেকে জারি হওয়া হাইকোর্টের রায় ও সরকারি নির্দেশে বলা আছে, ১৪ বছরের উপরে গোরু বা মোষ জোবাইয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিম্বা কোন পশু যদি শারীরিকভাবে অক্ষম বা অচল হয়ে পড়ে তবে তা জোবাইয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কুরবানীতে অচল বা ১৪ বছরের উপরে পশু হালাল করা নিষিদ্ধ, তাই তাঁদের আবেদন 'সমাজে যাতে বিশৃঙ্খলা না হয়, সরকারি আইন ভঙ্গ না করে কুরবানীতে ছাগল, উট, ভেড়া, দুম্বা সকলের লোকচক্ষুর আড়ালে জবাই করে কুরবানী পালন করুন।'

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN:- L27100WB2011PLC161235) ফোন নং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩
ইমেল : cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট : www.bkmindustries.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষস মাপ্ত	
		৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	পূর্ববর্তী ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী	৩১.০৩.২০২৫ অনুযায়ী
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬৭.৪৯	১.০৬	২২৪.২০	৬৯.০৪	২০.৬১
২.	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী #)	-১৭২.১২	-৪৬.৫৭	-১০৭.৯১	-৪১৬.৫৭	-৫১৫.০১
৩.	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-১৭২.১২	-৪৬.৫৭	-১০৭.৯১	-৪১৬.৫৭	-৫১৫.০১
৪.	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-১,০৬৩.৯১	-৮৬.৫৭	৬৬.২৩	-১,৩০৮.৩৬	-৫৫৬.৬৯
৫.	উক্ত সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক (ক্ষতি)/ লাভ {কর-পরবর্তী ক্ষতি/ আয় এবং অন্যান্য সামগ্রিক (ক্ষতি/ কর-পরবর্তী আয়) সমন্বয়ে}	৩,৪৩৪.৮৪	- ৮৬.৫৭	-৬৬.২৩	৩,১৯০.৩৯	-৫৫৬.৬৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	২১২.৩৫	১২.৩৫
৭.	মজুত (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত)	১,১০১.৪৯	৯২৯.৩৭		১,১০১.৪৯	৬.৮৪.৯২
৮.	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) -					
	মৌলিক :	-১০.১৯	-৭.০১	৫.৩৬	-৩৮.৮০	-৪৫.০৭
	মিশ্রিত :	৮.৩৭	- ৩.৯০	- ৮.৫৫	- ৪২.০৫	- ১৬.৫৮

কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা নেই।

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষস মাপ্ত	
		৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	পূর্ববর্তী ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী	৩১.০৩.২০২৫ অনুযায়ী
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	কার্যাদি থেকে মোট রাজস্ব	৬৭.৪৯	১.০৬	২২৪.২০	৬৯.০৪	২০.৬১
২.	চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	-১৭২.১২	-৪৬.৫৭	১০৭.৯১	-৪১৬.৫৭	-৫১৫.০১
৩.	চলতি কার্যাদি থেকে কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	-১,০৬৩.৯১	-৮৬.৫৭	৬৬.২৩	-১,৩০৮.৩৬	-৫৫৬.৬৯

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bkmindustries.co.in) -এ।
২. কোম্পানিটি বার্ষিক ভিত্তিতে তার একত্রিত আর্থিক বিবরণী (কনসোলিডেটেড ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট) প্রস্তুত করেছে এবং উক্ত একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানে কোম্পানির অধীনস্থ সংস্থা (সাবসিডিয়ারি)/ সহযোগী সংস্থা (অ্যাসোসিয়েট)/ যৌথ উদ্যোগের (জয়েন্ট ভেঞ্চার) হিসাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যথা ইউরোএশিয়ান ভেঞ্চার এফজেডই।
৩. পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।
৪. বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য কোম্পানিকে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) অসংশোধিত/সংশোধিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন।
৫. কোম্পানিটি 'ইনড এএস ১৬' অনুযায়ী একজন নিবন্ধিত মূল্যায়নকারীর মাধ্যমে ২৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে তার সিলভাসা এবং বাঁকুড়া ইউনিটের পিপিই -এর পুনর্মূল্যায়ন করেছে। সম্পদসমূহকে পুনর্মূল্যায়িত মূল্যে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পুনর্মূল্যায়ন উদ্বৃত্তের অর্থ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে ক্রেডিট বা জমা করা হয়েছে।
৬. ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল -এর আদেশানুসারে, কোম্পানিটি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রবর্তক কোম্পানিকে প্রতিটি 'ওআরআই' মূল্যের ২,০০,০০,০০০টি ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করেছে। এনসিএলটি আদেশের অধীনে অনুমোদিত পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারেই এই শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে। ইস্যু করা ইক্যুইটি শেয়ারগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত এবং আর্থিক বিবরণীতে তা শেয়ার মূলধন হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং আদেশানুসারে
অমিত সি
হোল-টাইম ডিরেকক্টর
(DIN 11003471)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮.০৫.২০২৬

গ্রেপ্তার জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তারক দে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: তোলাবাজিও হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তারক দে। সোমবার রাতে বারাসাতে ওই তৃণমূল নেতার ফ্ল্যাট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে হাবড়া থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে সোমবার এক টোটো চালক তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করেন। মঙ্গলবার তাকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করে তোলা হয় বারাসাত আদালতে। বিচারপতি চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তারককে সঙ্গে নিয়েই এবার ভোট প্রচারে নেমেছিলেন। বলা যায় প্রচারের অন্যতম সঙ্গী ছিল তারক। মঙ্গলবার দুপুরে হাবড়া থানা থেকে বারাসাত আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিজন ভ্যানে তোলার পর দেখা যায় থানা চত্বরেই 'চোর চোর' স্লোগান তোলেন বেশ কিছু মানুষ।

দঃ ২৪ পরগনায় সীমান্তে ৩৫৩ একরের মধ্যে ১৮০ একর জমি বিএসএফকে হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দেশের সুরক্ষার জন্য জোর কদমে চলছে সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার কাজ। মঙ্গলবার ঘোজাডাঙা সীমান্তে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন জেলাশাসক শিল্পা গৌরি সারিয়া। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুলিশ জেলার বনগাঁ, স্বরূপনগর থেকে সামশেননগর পর্যন্ত ১৫১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে ৫০ কিলোমিটার অরক্ষিত রয়েছে। তার কাজ দ্রুত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জল সীমায় বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে অতিরিক্ত নজরদারি চালাবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করতে হবে। সেই নিয়ে এদিন ঘোজাডাঙা সীমান্তে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক শিল্পা গৌরি সারিয়া, মহাকুমার শাসক জেসলিন কৌর, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ, সীমান্তের গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। দ্রুত জমি অধিগ্রহণ হবে বলে জানানো হয়েছে। আজ ঘোজাডাঙা বিএসএফ ক্যাম্পে জেলা শাসক বিএসএফ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সহ ১৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেখানেই জেলাশাসক জানান, 'ইতিমধ্যে অর্ধেকের বেশি জমি অধিগ্রহণ হয়ে গেছে। জেলার মধ্যে সীমান্ত সুরক্ষায় কাঁটা তারের বেড়ার জন্য জমি প্রয়োজন ৩৫৩ একর। এরমধ্যে ১৮০ একর জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ১৭৩ একর জমির অধিগ্রহণ চলছে। জমির জন্য অর্থ দেওয়ার সাথে সাথে ডিড তৈরি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। সেইমত কাঁটা তারের বেড়াও দেওয়া হচ্ছে।' কাঁটাতারের ওপারে যেসব পরিবার রয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন দিয়ে কাঁটাতারে এপারে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। দেশের এবং নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য সীমান্তবাসীরা জমি দেবেন বলে জানালেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

মগরায় গ্রেপ্তার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বৈদ্যনাথ সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হুগলির মগরার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বৈদ্যনাথ সাহা ওরফে বৈদ্য। যার বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি ভয় দেখিয়ে জমি দখল-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তার প্রতিপত্তি মগড়া অঞ্চলে রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বিগত কয়েক বছরে। অথচ তৃণমূল ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তার টিকি ছুঁতে পারেনি পুলিশ। গত বছর ২১ মে বাঁশবেড়িয়ার যুবক লক্ষ্মণ চৌধুরী নিখোঁজ হয়। বৈদ্যর জন্য সে কাজ করত। স্থানীয় একটি ক্লাবে লক্ষ্মণকে খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া বলে অভিযোগ। তার মৃতদেহ আজও উদ্ধার হয়নি। যুবকের পরিবার বৈদ্য-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ঘটনায় তিনজনকে আগেই গ্রেপ্তার করলেও বৈদ্যর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ বলে অভিযোগ ছিল মৃতের পরিবারের। অবশেষে সরকার বদল হতেই সেই মামলায় সক্রিয় হল পুলিশ। মঙ্গলবার মগড়া থানার পুলিশ বৈদ্যকে ঈশ্বর গুপ্ত সেতু থেকে গ্রেপ্তার করে।

গঙ্গারামপুরে 'জন ভাগিদারী' ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পিছিয়ে পড়া জনজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ অভিযান 'জন ভাগিদারী - সবসে দূর, সবসে পহলে'। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এদিন গঙ্গারামপুর ব্লকের নারই জুনিয়র হাইস্কুল এবং সিংফরকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ আই.ই.সি. (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ) ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই বিশেষ শিবিরে নারই, সিংফরকা, অনন্তপুর, কাটাবন, কাঁঠালহাট- হোসেনপুর, রাঘবপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েকশো গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন। ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল, সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং তাঁদের হাতে পরিষেবার সুফল সরাসরি তুলে দেওয়া। এদিন নারই জুনিয়র হাইস্কুলে আয়োজিত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন রায় এবং গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল। বিধায়ক সত্যেন রায় ক্যাম্পের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত জনগণের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। সরকারি কাজ শেষে বিদ্যালয় চত্বরে তিনি চারাগাছ রোপণ করে পরিবেশ রক্ষার বার্তাও দেন। এ বিষয়ে বিধায়ক সত্যেন রায় বলেন, 'সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও স্বার্থ রক্ষাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো সরাসরি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগের তাৎক্ষণিক সমাধান করা।' জেলাশাসক বালাসুব্রামনিয়ান টি. বলেন, 'আগামী কয়েকদিন আমাদের আধিকারিকরা সরাসরি ক্যাম্পে গিয়ে সরকারি পরিষেবা নিশ্চিত করবেন, যাতে প্রান্তিক স্তরের কোনো মানুষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন।' এই বিশেষ প্রচার অভিযান আগামী ২৫ মে পর্যন্ত জেলার প্রতিটি ব্লকে ধারাবাহিকভাবে চলবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "গোদরেজ জেনেসিস" বিল্ডিং, ইউনিট ১৪০৪, ১৫তম তল, সল্টলেক, সেক্টর-৫, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		মার্চ ৩১, ২০২৬	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫	মার্চ ৩১, ২০২৫	মার্চ ৩১, ২০২৬	মার্চ ৩১, ২০২৫
		(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫২,৫৭২.০৯	৫৫,২০৮.২৫	৫৭,৭৬২.১২	১৯০,৪৪০.৩২	১৮৪,৪১৯.৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)"	৬,৬৮৫.৭১	১০,৯২৬.৭৮	৬,৪৭৬.৭৯	২৮,৮০১.৪০	২৬,৬৬১.৮২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)"	৬,৬৮৫.৭১	১০,৯২৬.৭৮	৬,৪৭৬.৭৯	২৮,৮০১.৪০	২৬,৬৬১.৮২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)"	৪,৬৫২.৮০	৭,৫৫৬.৩৩	(২,৩৭১.৭৯)	১৯,৯৬১.৯২	১২,৬৬০.৩৯
৫	সময়কালের মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)] "	৭,০১৪.৫৮	৯,২০৬.৫০	১,১৪০.৩৮	৩৩,৯৭১.৫৬	১৪,৬৬৭.৭৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো) "				১৫৮,০৬০.৫২	১৩৬,২১৪.৩৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
	১. মৌলিক	৪.১৪	৫.৫৬	০.১৮	১৬.১৯	১৩.৫২
	২. মিশ্রিত	৪.১৪	৫.৫৬	০.১৮	১৬.১৯	১৩.৫২

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-lounge/shareholder-information/) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৯ মে, ২০২৬

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: "গোদরেজ জেনেসিস" বিল্ডিং, ইউনিট ১৪০৪, ১৫তম তল, সল্টলেক, সেক্টর-৫, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		মার্চ ৩১, ২০২৬	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫	মার্চ ৩১, ২০২৫	মার্চ ৩১, ২০২৬	মার্চ ৩১, ২০২৫
		(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২১,৪২৪.৪১	২১,১১৪.২৭	৩৬,৮৭৩.২৮	৮০,১১৪.২৮	১১৭,৭৮৫.৩৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)"	৫,২২৭.০৪	৪,৩৮১.৭৪	৬,১৮৮.১৭	১৫,৫৪৫.৭০	১৯,৩৩৪.২৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)"	৫,২২৭.০৪	৪,৩৮১.৭৪	৬,১৮৮.১৭	১৫,৫৪৫.৭০	১৯,৩৩৪.২৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)"	৪,০১৮.৭৬	৩,২৭৩.৩১	৪,৬০৭.৮৯	১১,৬৯৩.২৮	১৪,৩৮৪.৩৪
৫	সময়কালের মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)] "	৪,০৫৫.৮৪	৩,৩৩০.১৮	৪,৬০৩.২২	১১,৭৯০.৩৪	১৪,৩৭৪.৫১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো) "				৯৭,২৮৫.১৫	৮৭,৪৪৮.২২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
	১. মৌলিক	৪.১১	৩.৩৫	৪.৭২	১১.৯৭	১৪.৭৩
	২. মিশ্রিত	৪.১১	৩.৩৫	৪.৭২	১১.৯৭	১৪.৭৩

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-lounge/shareholder-information/) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৯ মে, ২০২৬

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

ইবোলা আতঙ্কে হু'র সতর্কবার্তা তৎপর ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: মধ্য আফ্রিকায় ইবোলা ভাইরাসের হানায় লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। ভয়াবহ এই পরিস্থিতির বিশ্বজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু। ভারতের মাটিতে মারণ এই ভাইরাসের হানার এখনও কোনও ঘটনা না ঘটলেও আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিল কেন্দ্র। কড়া নজরদারি ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে। পাশাপাশি জনগণ ও সংবাদমাধ্যমগুলির কাছে আর্জি জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে কোনও রকম গুজব না ছড়ানোর।

জানা যাচ্ছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সন্দেহভাজন রোগীদের দ্রুত শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তার জন্য ল্যাবোরেটরিগুলিকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিমানবন্দরগুলিতে নজরদারি ব্যাপকভাবে বাড়ানো হচ্ছে। সমুদ্র বন্দরগুলিতেও সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। দেশের জনগণ সংবাদমাধ্যমগুলির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, আতঙ্ক না ছড়ানোর পাশাপাশি কোনওরকম গুজব যেন তারা না ছড়ান।

প্রাণঘাতী ইবোলা ভাইরাসের জেরে মধ্য আফ্রিকার দেশ ডিআর কঙ্গো ও উগান্ডায় মৃতের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন ১২০ জনের বেশি। আক্রান্ত কয়েকশো মানুষ। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জরুরি অবস্থা জারি করেছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল' (এনসিডিসি), 'ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভেইল্যান্স প্রোগ্রাম' (আইডিএসপি), 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ' (আইসিএমআর)-সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হয়। সেখানে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিকের তরফে জানা গিয়েছে, ভারতে এখনও পর্যন্ত এই সংক্রান্ত কোনও মামলা সামনে আসেনি এবং এখানে এই ভাইরাসের ঝুঁকি ন্যূনতম।

হিংস্র পথকুকুরদের মেরে ফেলার সুপ্রিম আদেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: পথকুকুর 'পাগল' হয়ে গেলে বা খুব বেশি হিংস্র হয়ে গেলে তাকে মেরে ফেলা যেতে পারে। মঙ্গলবার পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় আগের নির্দেশও বহাল রেখেছে আদালত। গত বছরের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, পথকুকুরদের রাস্তাঘাট, পার্ক, হাসপাতাল, রেলস্টেশনের মতো জনবহুল জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ওই নির্দেশের পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। ওই নির্দেশ সংশোধনের অনুরোধ জানিয়েও একগুচ্ছ আবেদন জমা পড়েছিল শীর্ষ আদালতে। মঙ্গলবার ওই সব আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ঃ এলআরসি-৩_সিটি_আরএসপি_২৫০_এনএমএইচএস-আর, তারিখঃ ১৪.০৫.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ এবং ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপূর্ণ টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "এনএমজি কোচসমূহের এনএমএইচএস-আর কোচে রূপান্তর।" **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪০,১০,৬৬,৭১১.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬০,২১,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাদের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পরও যদি কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হয় তার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল মাঝে মাঝে দেখতে বলা হচ্ছে। MISC-42/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নীলম সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি অফিস : দ্য চেম্বার্স, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা- ৭০০১০৭
CIN: U65921WB1995PTC072343 ইমেল : sandeep@skagrawal.co.in

যৌথ সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(২০২৫ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া(নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিজ-অ্যাকুইজিশন অব শেয়ারহোল্ডিং অর কন্ট্রোল) নির্দেশাবলির অধ্যায় ২ এর অনুচ্ছেদ সি অধীনে (পরবর্তীতে ডিরেকশনস হিসেবে উল্লিখিত) উল্লেখ্য রেফারেন্স নং RBI/DOR/2025-26/340, DOR.HOL.REC.259/16.13.100/2025-26 তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিজ্ঞপ্তি যৌথভাবে কোম্পানি নীলম সিকিউরিটিজ প্রা লি (কোম্পানি) এবং প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারী নাম শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (অধিগ্রহণকারী), সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলির অধ্যায় ২ এর অনুচ্ছেদ সি এর অনুচ্ছেদ ৮ থেকে ১০ অনুযায়ী।

ভিত্তিতথ্য :
নীলম সিকিউরিটিজ প্রা লি এক কোম্পানি হিসেবে গঠিত ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে এবং রেজিস্ট্রিকৃত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর নিকট (পরবর্তীতে আরবিআই হিসেবে উল্লিখিত), উল্লেখ্য সার্টিফিকেট নং ০৫.০০৪১১ নন ডিপোজিট গ্রহণকারী নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি হিসেবে, রেজিস্টার্ড অফিস দ্য চেম্বার্স, স্যুট নং ৬০৬-৬০৮, ১৮৬৫,রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৭০০১০৭, শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তনে আগ্রহী।

শেয়ারহোল্ডিং এর প্রস্তাবিত হস্তান্তর :
এতদ্বারা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ প্রস্তাবিত হস্তান্তর কার্যকর হবে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিংয়ের ধরনে পরিবর্তনের ফলে নিম্নোক্ত মতে :

হস্তান্তরকারী	অধিগ্রহণকারী	শেয়ার সংখ্যা	অধিগ্রহণকারীর বর্তমান শেয়ারহোল্ডিং	শেয়ার হস্তান্তর পরবর্তী	% হস্তান্তর পরবর্তী
সন্দীপ আগরওয়াল	সঞ্জয় আগরওয়াল	৬৪৯৯৩	১৩০৪৩২	২৫০১৩৫	৫৮.০৩
রশ্মি আগরওয়াল	সঞ্জয় আগরওয়াল	৪৭৯৭১			
এস আগরওয়াল এইচইউএফ	সঞ্জয় আগরওয়াল	৬৬২৫			
সন্তোষ কুমার কিষাণ পুরিয়া এইচইউএফ	সঞ্জয় আগরওয়াল	১১৪			

উপরোক্ত হস্তান্তরগুলির ফলে আরবিআই নির্দেশাবলীতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে শেয়ারহোল্ডিং-এর পরিবর্তন ঘটবে এবং সেই অনুযায়ী উক্ত নির্দেশাবলী পূর্বেই মেনে চলতে হবে।

আরবিআই-এর অনুমোদন
নির্দেশাবলী অনুসারে, আরবিআই কোম্পানিকে ১৯ মে, ২০২৬ তারিখে ইস্যুকৃত একটি চিঠির মাধ্যমে, যার রেফারেন্স নম্বর KOL.DOR.NO.S284/01-01-001/2026-27, প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডিং হস্তান্তরের জন্য তার পূর্বলিখিত অনুমোদন প্রদান করেছে।

হস্তান্তরের কারণ
প্রস্তাবিত শেয়ার হস্তান্তরটি একটি উপহারস্বরূপ করা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য পরিবারের মধ্যে মালিকানার পুনর্বিন্যাস করা এবং এটি কোনো বাণিজ্যিক শেয়ার বিক্রয় নয়।
নির্দেশাবলী এবং আরবিআই-এর ১৯ মে, ২০২৬ তারিখের চিঠির বিধান অনুসারে, বিভিন্ন সম্মত পূর্বশর্ত পূরণ সাপেক্ষে এবং গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রস্তাবিত লেনদেনটি কার্যকর হবে।
যেকোনো ব্যক্তির শেয়ারহোল্ডিং-এর প্রস্তাবিত হস্তান্তর সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানায় শ্রী শরৎ কুমার বেহুরা, ডিরেক্টর-কে উদ্দেশ্য করে লিখিতভাবে অথবা sandeep@skagrawal.co.in-এ ই-মেইলের মাধ্যমে তা জানাতে পারেন।
যদি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি না পাওয়া যায়, তবে ধরে নেওয়া হবে যে প্রস্তাবিত হস্তান্তরের বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই।

নীলম সিকিউরিটিজ প্রা. লি.-এর পক্ষে
স্বা/- শরৎ কুমার বেহুরা, ডিরেক্টর
স্বা/- সঞ্জয় আগরওয়াল
তারিখ : ২০ মে, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

THE METAL CORPORATION OF INDIA LTD.
Regd. Office: 7A, Rameshwar Shaw Road, Kolkata-700014
Tel. 0172- 2747280, 2747285, email ID: jyoti763@gmail.com
CIN: L10101WB1944PLC011718

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **80th Annual General Meeting (AGM)** of the Members of THE METAL CORPORATION OF INDIA LIMITED will be **held on Wednesday, 10th June, 2026 at 11.00 A.M. at its Registered Office at 7A RAMESHWAR SHAW ROAD- KOLKATA- 700014.**
The cutoff date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 19.05.2026.
The E-voting period begins on 07.06.2026 at 09:00 A.M. IST and ends on 09.06.2026 at 05:00 P.M.IST. The e-voting shall not be allowed beyond 09.06.2026(5.00 P.M).
Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 & SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 19.05.2026 to 25.05.2026 (both days inclusive).
The Notice of the meeting along with the Annual Report of the Company and detailed instructions relating to e-voting will be available on Company's website (www.tmcil.in).

Place: Kolkata
Date:19.05.2026
FOR THE METAL CORPORATION OF INDIA LTD
Sd/-
Kishan Gopal Bagaria
Director (DIN:00496628)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER /QUOTATION NOTICE
eNIT-01 of AE/ SBHSD,PW(R)Dte., for Routine maintenance of Dankuni ROB at Dankuni under Serampore Bridge Highway Sub Division from bonafied bidders. Bid submission closing date: 29.05.2026, tender id. 2026_WBPWD_5014176_1. Other details may be seen from website etender.wb.nic.in & wbpwd.in
Sd/-AE/ SBHSD, PW(R) Dte.
ICA- T8121(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no.- NIT Reference No. :- WBMSCL/NIT-326/2026 Dated-15/05/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Annual maintenance for Civil and Sanitary & Plumbing works at Rampurhat (G+4) Super Speciality Hospital for a period of 2 years (2nd call)." Last date of submission of bid (online)-03.06.2026 up to 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on 20.05.2026 at 11:00 A.M. request for Clarification, if any, may be sent to cpec@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL Additional Secretary to the Govt. of West Bengal.
ICA- T8048(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORRIGENDUM
TO nit No.- (WBIW/EE/MDD-II/e-NIT-1/EE/M.D. D-II of 2026-27.
Tender Id: 2026_IWD_1023945_1
As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 25.05.2026 up to 11.30 AM. Other details may be seen in the websites www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Drainage Divn. No.II
ICA- T8062(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/CKHSD-I/PWD invites online NIeQ No. WBPWD/AE/ CKHSD-I/NIeQ-01/2026-2027 for the following work (1) Periodical maintenance for fire water pumps & accessories (inside the pump house) through comprehensive maintenance contract including inspection of Hydrant network within the D.N.De Homoeopathic Medical College & Hospital during the year 2026-2027. Last date of application 05.06.2026 at 01.00 P.M. for CENTRAL KOLKATA HEALTH SUB DIVISION-I, PWDte,. Kolkata. TENDER ID : 2026_WBPWD_5014174 Corrigendum if any will be published in website only Other details may be obtained from : http://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte., Central Kolkata Health Sub-Divison-I.
ICA- T8119(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT No.-PHE/EE/NIeT-04/2026-2027 is invited by the Executive Engineer New Town Kolkata W/S Divn-I, P.H.E. Dte. Details information about the tender will be available in the website- www.wbtender.gov.in as well as in the office notice board. Sd/- EE, NTK W/S Divn-I, P.H.E. Dte.
ICA- T8082(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P. H. E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/ e-13 OF 2026-2027 ID: 2026_PHED_1024467_1 for Sl No. 1 (i) Last date of submission : 25.05.2026 Upto 12:00 P.M. (ii) Date of Opening : 28.05.2026 After 12:00 P.M. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: http://wbtenders.gov.in Sd/- For Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte.
ICA- T8083(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no. - NIT Reference No. :- WBMSCL/NIT- 327/2026 Dated – 15/05/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Annual maintenance for Civil and Sanitary & Plumbing works at Bolpur (G+4) Super Speciality Hospital for a period of 2 years (2nd call)". Last date of submission of bid (online) – **03.06.2026 upto 3:00 PM.** The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on 20.05.2026 at 11:00 AM. Request for Clarification, if any, may be sent to cpec@wbmsc.gov.in **Sd/- General Manager, WBMSCL Additional Secretary to the Govt. of West Bengal**
ICA- T8047(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-03/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5014175_1 for "Special Repairing and replacement of old electrical installation work at Governor's Study at First Floor Main Building of Kolkata Raj Bhavan in parity with related Civil renovation works."Last date of bid submission is 01.06.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website: http://www.wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division
ICA- T8095(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD e-NIT
Executive Engineer (A-M) Midnapore (A-M) Division invites e-Tender for CONSTRUCTION OF A NEW STORE SHED, Rewinding and Repairing works of 20 nos 20/25 H.P, 440 V, 3 Phase squirrel cage, 1440 R.P.M. induction type electric motor at Ghatal (A-M) Sub Division, Jhargram-I (A-M) Sub-Division, Jhargram-II (A-M) Sub-Division under Non-Plan 2025-26 under Midnapore (A-M) Division, Paschim Medinipur / Jhargram vide Tender reference no- WBWRDD/EE (AM) MID/eNIT-01 (Sl 1 to 3) / 26-27. Tender ID :- 2026_WRDD_1024709_1 to 3. Estimated Amount put to Tender(S)- Rs.13.66859 Lac. **Last date of dropping : 29.05.2026 (02.00 pm).** Intending bidders are requested to visit the website : http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (Agri-Mech)
Midnapore (Agri-Mech) Division, Midnapore.
ICA- T8077(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited from Resourceful Bonafide Contractors by the Assistant Engineer, PWD, Burdwan Sub Division for the N.I.eT No. 02 / of 2026 - 2027, for One number work. Tender ID2026_WBPWD_5014155_1, 2026_WBPWD_5014155_2 & 2026_WBPWD_5014155_3. Bid Submission Start Date (Online) : 18.05.2026 from 6:30P.M. Bid Submission Closing Date (Online) : 29.05.2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the website www.tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.D. Burdwan Sub Division.
ICA- T8118(1)/2026

Government of West Bengal
অবৈধভাবে মজুত করা বালির নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক জেলার বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে মজুত করা বালির নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (e-auction notice for disposal of seized unauthorized stacks of sand) প্রকাশ করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, 20/05/2026 থেকে www.bankura.gov.in এবং https://eauction.gov.in এ 'active auction' দেখুন।
স্বাক্ষর/-
(জেলা শাসক)
বাঁকুড়া
Memo No-235/(2)/ADV/DICO/BNK
Dt.-19.05.2026

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
দূরভাষ নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ২৮ মে, ২০২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা - ৭০০ ০২০ -তে অবস্থিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে কোম্পানির ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্ত করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা তেজস দোশী
তারিখ: ১৯ মে, ২০২৬ ডিরেক্টর

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৬, তারিখ ১৪.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি- ওটি-০৫-২৬** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে এইএন/কাটোয়া এবং এইএন/ আজিমগঞ্জ-এর অধীনে ৯টি এল সি গেট (৩/সি/ই, ২১/১/সি/ই, ১৭/সি/ই, ২৪এ/৪ (ই), ২৪এ/টি, ২৬/১/১(ই), ২১/সি/ই, ১৬/সি/ই এবং ২৪এ/১২(ই))-এর পরিবর্তে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি ওএইচই-র কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৫২,২৫,৩০৮.১৮ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,০৪,৫০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র প্রদানের তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। HWH-80/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 400(2nd Call) & 431(2nd Call)/ and NIeT 13 to 19/2026-2027
Dated- 19-05-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electricall works at South 24 (PGS), Nadia, Paschim Medinipur, Purba Medinipur and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **20-05-2026 after 9.00 am.** Bid submission end date- **04-06-2026 upto 3.00 pm**
Date: 19.05.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল ৫ এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
গজানন্দ মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U14220WB2015PTC207876) রেজিস্টার্ড অফিস ৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৬ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী/আবেদনকারী কোম্পানি
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ১১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ঝাড়খন্ড রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন) এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :
৭৭/১বি, পার্ক স্ট্রিট, ২য় তল, রুম নং ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৬
গজানন্দ মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
মণীশ আগরওয়াল
তারিখ : ২০.০৫.২০২৬ ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা ডিন : ০৭৭৭১২৬৭

ফর্ম নং ইউআরসি ২
আইনের একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, ১৫ দিন পর কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে জাস্টরেকন এলএলপি (এলএলপিআইএন এএডব্লিউ-২৬১৪), একটি সীমিত দায়বদ্ধ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে নিবন্ধিত হতে পারে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :
- আইনি উপায়ে যেকোনো ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি।
- আইনি উপায়ে আর্থিক পুনরুদ্ধার।
- আইনি পরামর্শমূলক সেবা প্রদান।
- হিসাব, অর্থায়ন, বিনিয়োগ খাতে বিরোধ নিষ্পত্তি।
- অন্যান্য ব্যবস্থাপনামূলক সেবা।
- আইনসম্মত প্রকৃতির অন্য যেকোনো সেবা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি এসটি-২০, ৯ম তল, ডেল্টা টাওয়ার, জে-১/৮, ইপি ব্লক, সেক্টর ৫, বিধাননগর, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ ঠিকানার অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে আপত্তি আছে এমন কোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এ রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসেও পাঠাতে পারবেন।

তারিখ ২০ মে, ২০২৬
স্থান : কলকাতা
জাস্টরেকন এলএলপি পক্ষে
স্বা/- নবনীতা চক্রবর্তী (ডিপিআইএন : ০৯১০০৭৫৫) ডেজিগনেটেড পার্টনার
স্বা/- অমরনাথ পাণ্ডা (ডিপিআইএন : ০৯১০০৭৫৬) মনোনীত অংশীদার

"ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ"
পাবলিক কোম্পানি থেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স এনফিল্ড কনস্ট্রাকশন কোং লি. রেজিস্টার্ড অফিস এসওসি ৪৬৪৪৫, বসন্ত সি এইচ এস লি. পার্ক স্ট্রিট, ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং বেসমেন্ট, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা, সার্কাস এভিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৭ বিষয় সম্পর্কিত, আবেদনকারী এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **১৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত অবস্থান/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIF/16, এএ - IIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, ভারত** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
ময়াঙ্ক রুংটা
ডিরেক্টর
ডিন-০২৭৭৯০৫৭

রেজিস্টার্ড অফিসের সম্পূর্ণ ঠিকানা : এসওসি ৪৬৪৪৫, বসন্ত সি এইচ এস লি. পার্ক স্ট্রিট, ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং বেসমেন্ট, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা, সার্কাস এভিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৭
তারিখ : ১৯.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
শাইভলিনি ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	শাইভলিনি ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৩.০৭.১৯৮৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কোম্পানি রেজিস্ট্রার-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51109WB1989PTC047155
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১০, ক্যানিং স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৬ মে ২০২৬ (নির্দেশ গৃহীত ১৮ মে ২০২৬ তারিখে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২ নভেম্বর ২০২৬ (৬ মে ২০২৬ সিআইআরপি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রাকেশ কুমার আগরওয়াল IBBI/IPA-001/IP-P-00443/2017-2018/10786
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	২০ এনএস রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, ব্লক এ কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল : rakesh202@hotmail.com
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	২০ এনএস রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, ব্লক এ কলকাতা - ৭০০০০১ প্রসেস ইমেল আইডি : shaivlini02@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১ জুন ২০২৬ (১৮ মে ২০২৬ তারিখে সিআইআরপি নির্দেশ গৃহীত হওয়া থেকে ১৪ দিন)
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে শাইভলিনি ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ৬ মে ২০২৬।
শাইভলিনি ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০১.০৬.২০২৬ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
রাকেশ কুমার আগরওয়াল
অন্তর্বতীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P-00443/2017-2018/10786
AA1/10786/02/311226/108823 ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ
তারিখ : ২০.০৫.২০২৬ **রেজি. ২০ এন এস রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, ব্লক এ, কলকাতা ৭০০০০১**
স্থান : কলকাতা **রেজি. ইমেল আইডি rakesh202@hotmail.com | প্রক্রিয়া ইমেল আইডি shaivlini02@gmail.com**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলশেনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
ওমনিবে প্রাইভেট লিমিটেড এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ওমনিবে প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১২.০১.২০২২
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U74999WB2022FTC250839
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৪০১, ৫মতল, প্রেমিসেস নং ২, ব্যারেটো লেন, এসপ্ল্যানেড , কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৬৯
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৮.০৫.২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৩.১১.২০২৬
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম : স্বপ্নিল জৈন, রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P02498/2021-2022/13872
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, স্যুট নং ৫১৭, গেট নং ২, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা-৭০০০০১ ই-মেল আইডি: **swapniljain88@gmail.com**
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, স্যুট নং ৫১৭, গেট নং ২, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা-৭০০০০১ ই-মেল আইডি: **cirp.omnibay@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০১.০৬.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, ২০১৬ সালের আইবিসি এর ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) **Web Link: https://ibbi.gov.in/home/downloads** খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নির্দেশ মতে **ওমনিবে প্রাইভেট লিমিটেডের** কর্পোরেট দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ **১৮.০৫.২০২৬**। আইআরপি কর্তৃক শুরুর নির্দেশ গৃহীত হয়েছে ১৯.০৫.২০২৬ তারিখে।
ওমনিবে প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে প্রমাণ সহ তাদের দাবি **০১.০৬.২০২৬** তারিখের মধ্যে দাখিল করতে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদারের নিকট ক্রম নং ১০ তে উল্লিখিত ঠিকানায়।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বপ্নিল জৈন
অন্তর্বতীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P02498/2021-2022/13872
তারিখ : ২০.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৬/২৫, তারিখ ১৮.০৫.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
● **(ক) ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) ২০২৬৫০২২;** এয়ার কমপ্রেশার (মোটর সমেত), রেসিপ্রোকেটিং ধরনের, তিন সিলিন্ডার; ₹ ৯,৬৭,২৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২) ১৬২৬১০৯৭; জয়েন্ট বিহীন গ্রুভড কপার কন্ট্যাক্ট ওয়্যার; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৭.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩) ২১২৬১৫১৪; অটোমেটিক প্রেশার মোডিফিকেশন (এপিএম) ইত্যাদির স্পেয়ার্স সংগ্রহের কাজ; ₹ ৩,৬২,৪৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৪) ২০২৫১৩৩৫; বোলস্টার ইত্যাদির সাইড বেয়ারার-এর জন্য ওয়্যারিং পিস-এর সংগ্রহের কাজ; ₹ ৩,০৯,৪৪০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৫) ১০২৬২৪৫৯এ; সুইচের সেট ইত্যাদি; ₹ ৩,২৩,৩৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৬) ১৬২৬৫০০২; আনইনসুলেটেড ক্যাডমিয়াম কপার ক্যাটারনারি ওয়্যার ১২৫ বর্গ মিমি; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৭) ২০২৫৩০০৭বি; এমইউএইচএ ধরনের ৩ ফেজ এসি ইএমইউ মোটর কোচের ৩ ফেজ এসি ট্র্যাকশন মোটর টাইপ টিএমই-৪৮-৪৫-৬-এর জন্য পিনিয়ন; ₹ ১,০১,৬৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৮) ১২২৬_ডিএক্সআইএনজি_ডিএস _৬৪৯৪; ৮.৫-এ ১ ডায়মন্ড ক্রশিং এবং টি-৬৪৯৪-এর চালু চুক্তি; ₹ ২০,০০,০০০। (৯) ১২২৬_ডি-সুইচ _৬০৬৮; ডিরেলিং সুইচ ৬০ কেজি ৮.৫-এ ১ (টি-৬০৬৮) সংগ্রহের চালু চুক্তি; ₹ ১৩,২১,১৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে** ক্র. নং. ৮ ও ৯-এর জন্য। (১০) ১২২৬_এফএস _সুইচ_৪৭৩৩; এফ/এস সুইচ ৫২ কেজি অফ ১০১২৫ মিমি [ওআর] -এর সংগ্রহের চালু চুক্তি। আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৪৭৩৩ অনুসারে পিএসসি স্লিপারের ওপর ৫২ কেজি রেল-এর ১২ তে ১ টার্নআউট বিজি [১৬৭৩ মিমি] -র সুইচ কার্ভড ; ₹ ১৫,০৩,২৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১১) ১২২৬১০৪৯; আরডিএসও ড্রয়িং নং টি৮৭৪৭ অনুসারে প্রশস্ততর পিএসসি স্লিপার-এর সঙ্গে ব্যবহারের জন্য ১০ মিমি পুরু কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেটসমূহর [সিজিআরএসপি] নির্মাণ এবং সরবরাহ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১২) ১২২৬১০১৫; আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং নং টি-৬৪৪১, অল্ট-০৪ অনুসারে পিএসসি স্লিপারে ৮.৫-এ ১ বিজি ৬০ কেজি ওয়েল্ডেবেল সিএমএস ক্রশিং-এর নির্মাণ ও সরবরাহ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৩) ১২২৬১০৩৪; আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৩৭৪০,অল্ট-৭ অনুসারে ৬০ কেজি [ইউআইসি] রেল -এর জন্য কংক্রিট স্লিপারের ওপর ইলাস্টিক রেল ক্লিপ ফ্ল্যাট টো-এর সঙ্গে ব্যবহারের জন্য ধাতব লাইনার-এর নির্মাণ ও সরবরাহ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৪) **১২২৬ মেটাললাইনার৮৬১৬_৮৬১৭;** আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৬১৬ এবং টি-৮৬১৭ (অল্ট-১) অনুসারে কম্বিনেশন ধাতব লাইনার নির্মাণ ও সরবরাহ; ₹ ১,২৮,১৬০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৫) **১২২৬_অবটিউসক্রশিং_ ৬৪৯৫;** আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৬৪৯৫ অনুসারে ৬০ কেজি রেল-এর জন্য ৮.৫-এ ১ সিএমএস অবটিউস অ্যাঙ্গেল ক্রশিং নির্মাণ ও সরবরাহের চালু চুক্তি; ₹ ৩,২২,৯২০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৬) **১২২৬_ এসপিসিএল _ স্লিপার;** বিশেষ ধরনের পিএসসি স্লিপার সংগ্রহের চালু চুক্তি; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৭) **১২২৬১০৩৬** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৬ অনুসারে পিএসসি ওয়াইডার স্লিপারের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৮ (অল্ট.১) অনুসারে মেটাল লাইনার নির্মাণ ও সরবরাহ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৮) **২২২৬৫৪১৩;** ইঞ্জ. পারটুজুম্যাব ১২০০ মিগ্রা ট্রাস্টুজুম্যাব ৬০০ মিগ্রা (রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্মাণকারী সংস্থার অনুমোদিত তালিকায় পণ্যটি লভ্য হতে হবে) দফার কোড নং ঃ এম২৬১৭০৬, আইই ২৬-২৭; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (১৯) **২২২৬৫৩৬৯;** ফেরিসিম্যাব ৬ মিগ্রা/০.০৫ মিলি দ্রবণ ইনট্রাভিট্রিয়াল ইঞ্জেকশনের জন্য; ₹ ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** **টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত ₹ ০।
● **(খ) ক্রমিক নম্বর, টেন্ডার নম্বর, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অনুমিত টেন্ডার মূল্য** যথাক্রমে ঃ (১) ৫২২৬৬২৭৮; ডবল অ্যাক্টিং এসি কম্পাটমেন্ট সুয়িং ডোর ; ₹ ১,৬৫,৯৭,৯৯৮.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ১৫.০৬.২০২৬।**
দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-10/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

hindware
home innovation limited

আর্থিক ফলাফল দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত সংবদ্ধ এবং স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফল

হিন্দওয়ার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ড এবং অডিট কমিটির সুপারিশ ক্রমে ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির তিন মাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ("অর্থিক ফলাফল") অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মঙ্গলবার ১৯ মে, ২০২৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট সভায় বিবেচিত এবং অনুমোদিত হয়েছে।

২০১৫ সালের (সংশোধিত মতে) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৪৭ অধীনে উক্ত আর্থিক ফলাফল বর্তমানে কুইক রেসপন্স কোড ("কিউআর কোড") এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.hindwarehomes.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির -বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড -এর **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -তে পাওয়া যাবে।

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১৯ মে, ২০২৬

সন্দীপ সোমানি
চেয়ারম্যান এবং নন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০০০৫৩৫৯৭

হিন্দওয়ার হোম ইনোভেশন লিমিটেড
রেজি অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১ | ফোন : ০৩৩ ২২৪৮৭৪০৭/৫৬৬৮
ওয়েবসাইট : www.hindwarehomes.com | www.hindware.com | ইমেল: investors@hindwarehomes.com | সিআইএন: L74999WB2017PLC222970

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

পাহাড়ের কোলে থাকা এক টুকরো সবুজ স্বপ্ন কাশ্মীর

নন্দিতা মিত্র

'কাশ্মীর' নাম উচ্চারণ করলেই মনে হয় এর একটাই উপমা 'ভূস্বর্গ' Heaven on earthæ এখানে পৌঁছানোর পর প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিশ্বাস করতে সময় লাগে এ কি স্বপ্ন না ঘোর বাস্তব! সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রজেক্টরে স্লাইডিং শো-এর মতো পরপর ভেসে উঠতে থাকে গুটিকয়েক শব্দ, 'ভূস্বর্গ', ঝিলাম-লিডার নদী, ৩৭০ ধারা, মিলিটারিদের রক্তচক্ষু, আপেল, চিনার, পপলার, উইলো গাছের বর্ণিল সারি, বলিউডের বিভিন্ন মুভির দৃশ্য। কাশ্মীর এমন একটি জায়গা যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা রহস্য, রোমাঞ্চ, ইতিহাস আর অনাবিল সৌন্দর্য। এখানকার প্রতিটি জায়গা ঘোরাঘুরি করার সময় বাকি সবকিছু মাথা থেকে হারিয়ে গিয়ে শুধু থেকে যায় নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী। কোনও এক অজানা চিত্রশিল্পী যেন তাঁর ক্যানভাসে আপনমনে একের পর এক তুলির টানে এঁকে গেছেন নানা দৃশ্য। সেখানে কোথাও সবুজের আধিক্য, কোথাও-বা নীল, কোথাও সাদা,কোথাও-বা হলুদ অথবা কমলা। নীল আকাশ, শ্বেতশুভ্র পর্বত, হঠাৎ হঠাৎ তুষারপাত, সবুজ অরণ্যর মধ্যে যেকোনও একটি দৃশ্য দেখলেই মনে হবে ড্রয়িং খাতার পাতা থেকে সোজা চলে এসেছি 'ছবির দেশে কবিতার দেশে'।

'ভূস্বর্গ' শব্দের ভিতরে যে কত রঙের স্তর, কত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, তা বোঝা যায় কেবল এই উপত্যকায় পা রাখলে। এখানে এসে যেদিকেই তাকাই না কেন সৌন্দর্যের কোনও ঘাটতি নেই। এমনই নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের এক স্বপ্নময় জায়গার নাম আরু ভ্যালি। সকাল সকাল শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও-এর দিকে রওনা দিলাম। দূরের পাহাড়গুলো কুয়াশার স্বচ্ছ ওড়না পরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির জানালা খুলতেই ঠান্ডা বাতাস এসে মুখে লাগল। শ্রীনগরের শহুরে কোলাহল একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দেওয়ার পর হঠাৎ এক বাঁক ঘুরতেই সামনে খুলে গেল বিস্ময়কর এক দৃশ্য। রাস্তার একপাশ দিয়ে ছুটে চলেছে লিডার নদীর পান্না-নীল জলের স্রোত যা দেখে মনে হয় প্রকৃতিরও নিজস্ব সঙ্গীত আছে যার স্বরলিপি লেখা থাকে নদীর জলে, বাতাসের শব্দে, প্রকৃতির প্রতি কোণায় কোণায়। জল এত স্বচ্ছ যে তার তলায় থাকা ছোট ছোট পাথরগুলোও স্পষ্ট দেখা যায়। সবুজের বুক চিরে নীলাম্বর লিডার নদীর বয়ে যাওয়ার দৃশ্য যে কতখানি মোহময়ী তা ভাষায়

বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মনে পড়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

'পুব আকাশে আস্তে ধীরে আলোর ঘোমটা খোলে, / শক্ত সবুজ ভেসেছে তিন পাহাড়ের কোলে। /সহজ করে বাঁচা কি আর খাঁচাতে সম্ভব? / তিন পাহাড়ের নকশি কাঁথায় শিশুর কলবর।'

পড়ন্ত বিকেলে ৭,২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পহেলগাঁওয়ে পাইন, ফার, ওক, দেবদারুর সারি অভ্যর্থনা জানায়। একসময় মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক সিল্করুট হয়ে ভয়াল ভয়ঙ্কর জোজিলা পাসের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় যে গ্রাম সবার প্রথমে স্বাগত জানাত এই গ্রাম। পহেলাগাঁও বলে এরূপ নামকরণ। এ পথের প্রতিটি বাঁক এক একটি নতুন দৃশ্যের দরজা খুলে দেয়। পথের সৌন্দর্যের কথা যতই বলব শব্দ কম পড়বে। প্রকৃত অর্থে T.S. Eliot-এর মতো বলতে ইচ্ছে করে 'It's not the destination– itós the journey.' পাহাড়ের ঢালে ঢালে থাকা পাইন আর দেবদারুর পাতায় পাতায় ফিসফিসানি। কখনও দেখা যায় ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। ছাদের ওপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে খড়, উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে দু'একটি ঘোড়া। পহেলগাঁও বাজার থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে পাকদণ্ডী পথে গাড়ি যখন শেষ মোড় ঘুরল, তখন হঠাৎ চোখের সামনে খুলে গেল এক বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর।

'এহি হ্যায় আরু ভ্যালি' ড্রাইভারের কথায় সম্বিত ফিরে পেলাম। নীল আকাশ, দু'পাশের পাহাড়, মুহূর্তের মধ্যে এক মায়াবী নাগপাশে বন্দি করে। মখমলি ঘাসের মাঠ যেন প্রকৃতির বুকে বিছানো সবুজ কার্পেট। ইতিউতি ঘোড়া চড়ছে, মাঝে মাঝে তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পিরপাঞ্জাল তার যাবতীয় অহংকার নিয়ে। আরু ভ্যালি যেন তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি সবুজ স্বপ্ন।

পুরো উপত্যকাটি পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে দেখে নেওয়া যায়। সবুজ বুগিয়ালের কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও বা সবুজ অরণ্যের মধ্যে মিশেছে। উচ্ছল কিশোরীর মতো বয়ে যাওয়া লিডার নদী এর সৌন্দর্য আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঢেউখেলানো সবুজের মাঝে ছড়িয়ে আছে হলুদ, নীল, বেগুনি রঙের ছোট ছোট বুনো ফুল। দূরে তুষারাবৃত পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উপত্যকার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। সেখান থেকে আসা অনবরত বরফশীতল হাওয়ার দাপট সহ্য করে গোটা এলাকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকি।

আরু ভ্যালির মাঠে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দূরে চোখে পড়ল একদল ভেড়া। ছোট্ট সাদা তুলোর বলের মতো শরীরগুলোকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় মেঘের টুকরো যেন মাটিতে নেমে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে হাঁটছে বেশ কয়েকজন মেষপালক। এক মেষপালক বাঁশি বাজাচ্ছিল। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সুর তবু মনে হয় সে যেন গাইছে চিরন্তন বিরহের গান আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা সেই একই ভাব, ''আধি রাতি রে পাপী হারা, পিয়া পিয়া পিয়া পিয়া বলে পিয়া, পিয়া গিয়া বিদেশ ক্যায়সে ভেজু রে সন্দেশ''। সেই সুর এত সরল যে মনে হচ্ছিল তার হৃদয় থেকে উঠে আসছে! ভাবছিলাম, এরা প্রতিদিন এই একই আকাশ দেখে, একই নদীর শব্দ শোনে। তবু তাদের কাছে কি প্রতিটি দিন নতুন লাগে? হয়তো লাগে। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যদিন সহবাস করলেও সময়ের বিবর্তনে অন্য রূপও তো দেখা যায়!

আরু ভ্যালি শুধু সৌন্দর্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, এখান থেকেই বেশ কিছু ট্রেকিং রুটেরও শুরু হয়। কালহই গ্লেসিয়ারকে অনেকে কাশ্মীরের অন্যতম প্রাচীন হিমবাহ বলে। আবার এখান থেকেই ট্রেকাররা যায় দুই রহস্যময় হ্রদ তারসার এবং মারসার লেকের দিকে। এই দুই হ্রদ নিয়ে পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে অনেক গল্প আছে। জনশ্রুতি, মারসার হ্রদের জল কখনও পুরোপুরি দেখা যায় না। প্রায়ই তা কুয়াশায় ঢাকা থাকে, যেন পাহাড় নিজের কোনও গোপন রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। আরু ভ্যালিতে একদিন থাকলে স্থানীয় মানুষ এবং তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। এখানকার স্থানীয় দোকান থেকে ছোট খাটো হাতে তৈরি জিনিস সংগ্রহ করে পহেলগাঁও-এর হোটেলে ফিরে চললাম।

কীভাবে যাবেন: পহেলগাঁও থেকে আরু ভ্যালির দূরত্ব ১২ কিমি।

কোথায় থাকবেন: পহেলগাঁও ছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশে তৃণভূমি ঘেরা এই অঞ্চলে থাকার জন্য জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজমের বেশ কয়েকটি কটেজ এবং বাংলো আছে।

ছবির মতো সাজানো-গোছানো

মাইরুং গাঁও

পাইন বনের আলো আঁধারি কুয়াশা, ছোট্ট জনবসতির ইতিহাসও রহস্যেমোড়া

কালিম্পংয়ের এক ছবির মতো সাজানো গোছানো অফবিট পর্যটন কেন্দ্র হল মাইরুং গাঁও। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মাইরুং গাঁওতে এলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না ইট-কাঠ পাথরের, কনক্রিটের দুনিয়ায়।

কালিম্পং জেলায় প্রায় ৪৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। ১৯৮৬ সালে জাতীয় উদ্যানের খেতাব পায় নেওড়া ভ্যালি। এই উদ্যানের আশপাশে বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। নেওড়া ভ্যালি উদ্যানের কোলে লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছে মাইরুং গাঁও। মাইরুং জঙ্গলের কোলে আলাগড় থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। নামের মতোই মায়াবী এই মাইরুং গাঁও।

পাইন বনের আলো আঁধারি কুয়াশার মতোই ছোট্ট জনবসতির ইতিহাসও রহস্যেমোড়া। বেশ কিছু শতাব্দী প্রাচীন ঘরবাড়ি, গির্জা, বৌদ্ধমঠ রয়েছে। পাখির কলরব শুনতে শুনতে হেঁটে যেতে পারেন নির্জন পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে। ২টি প্রচলিত ট্রেক রুট ডুকা ফলস, রিকিসুম ভিউ পয়েন্ট ছাড়াও গ্রামের পাহাড়ি পাকদণ্ডী রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা যায়।

অলস ছুটি কাটাতে বিছানায় শুয়েই বিস্তৃত ডুকা উপত্যকার ওপাড়ে বরফাচ্ছাদিত নাথু লা শৃঙ্গ ও কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় দেখে উপভোগ করতে পারেন। সবুজে ছাওয়া মাইরুং গাঁওতে এলে নাম না জানা অসংখ্য প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। দেখা মিলবে রডোডেনড্রনেরও। গ্রামের বাসিন্দারা অতিথিবৎসল ও আমুদে।

কীভাবে যাবেন

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ৯১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাইরুং গাঁও। সময় লাগে ঘণ্টা চারেক। কালিম্পং টাউন থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে। আলাগড় বাজার থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাইরুং গাঁও।

ফলতার বহু শতাব্দী প্রাচীন ডেনিস কেল্লা আজ প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

অরিন্দম ঘোষ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতায় গেলে আজও চোখে পড়ে পরিখা বেষ্টিত বহু শতাব্দী প্রাচীন এক কেল্লা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিখা পেরিয়ে এই কেল্লায় যাওয়ার জন্য এখন রাস্তা থাকলেও, সেইসময় এই কেল্লায় যাওয়ার সেতুতে শিকল লাগানো থাকতো। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে শিকল দিয়ে সেতুকে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোনো এক সময়ে এই কেল্লা নির্মিত হয়েছিল , তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না।

১৭৫৭ সালের ২০ জুন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করেন। এর আগে ফারুকশিয়ারের ফরমান বলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুলকে বাণিজ্যের অনুমতি পেয়েছিলেন আর সেই সুযোগকে তাঁরা পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন। এই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে যে সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য তাঁরা মজুত করতেন সেগুলো কলকাতা বন্দর হয়ে সরাসরি ইউরোপের রপ্তানি হয়ে যেত। শোনা যায় এই সুরক্ষিত রাখতে লন্ডন থেকে ৫৯ টি কামান এসেছিল। এক বিশেষ কারণে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়ে প্রায় ৩৩ হাজার সৈন্য নিয়ে বীরবিক্রমে ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করলেন নবাব। অনেক চেষ্টা করেও ইংরেজরা সেদিন তাঁদের দুর্গকে বাঁচাতে ব্যর্থ হন। বহু ইংরেজ সিরাজের অতর্কিত আক্রমণে সেদিন মারা যান। এই হত্যালীলা ইতিহাসে ' অন্ধকুপ হত্যা ' নামে পরিচিত । যে সমস্ত ইংরেজ অফিসার আর সৈন্যরা সেদিন প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা হুগলি নদী পার নৌকাযোগে এই কেল্লা আশ্রয় নেয়। তৎকালীন গভলয়ল লিং আড়াই মাস সময় লেগে গিয়েছিল এই ফল তাকে কেল্লা কোন উত্তরের কাজে অনেক ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করে থাকেন যে এই কেল্লা এসে রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধের ব্লু প্রিন্ট রচনা করেন ।

স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা গেল এই কেল্লার নিচে ১০০ পথ বিস্তৃত এক সুরঙ্গ ছিল একদিকে ডায়মন্ড হারবার আর অন্যদিকে কলকাতা মহানগরির ধর্মতলা পর্যন্ত এই সুজঙ্গ বিস্তৃত ছিল । দেওয়ালে অবস্থিত ছিদ্রে কামান বসিয়ে সেখান থেকে গুলি বর্ষন করা হতো । সেই সমস্ত ছিদ্রের উপস্থিতি আজও পর্যটকদের নজরে আসে ফল তার কেল্লায় পাওয়া একটা কমান্ড আজও স্মারক হিসেবে ফলতা থানা চত্বরে রক্ষিত আছে। কেল্লার পাশে রান্নাঘরের উপস্থিতি আজও চোখে পড়ে।

কেল্লার কাছেই আছে উচ্চ মিনার। সেই সময় ডাচরা এর চূড়ায় উঠে দূর থেকে আসা শত্রুপক্ষের ওপর কড়া নজর রাখতো। পরবর্তীকালে অবশ্য ডাস্টের এই কেল্লা হিংসা অধিকার করে নেন। যাই হোক কেল্লার অদূরে অবস্থিত এই সূর্য মিনারকে অনেকে ঐতিহাসিক সংঘ বলে মনে করে থাকেন তাদের মতে বহুদূর থেকে ভেসে আসা জাহাজ বাতিঘরের এই আলো দেখে সঠিক পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হতো। এইভাবে জানা-অজানা নানারকম কাহিনীকে সঙ্গী করে ফল তার কেল্লা আজও বিদ্যমান তবে বয়সের ভারে সে ধীরে ধীরে একা নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে ক্রমশ কালের করাল ক্রাস কি করে যে কোন মুহূর্তে তার অন্তিম ঘোষিত হতে পারে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঐতিহ্যবাহী কেল্লাটি সংস্কার একান্তভাবে প্রয়োজন । এর মাধ্যমে নতুন ভাবে বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য শৈলী আর পর্যটন শিল্প ।

কীভাবে যাবেন: ডায়মন্ড হারবার থেকে গাড়িযোগে সহজেই ফল তার কেল্লায় আসা যায়।

সুন্দরবনের অজানা খাজানা লোথিয়ান দ্বীপ

শরৎ শেষে রাত বাড়তেই হালকা হিমের পরশ, বাতাসে শিরশিরানি টের পাওয়া যাচ্ছে। সামনেই শীতের মরসুম। আর শীত মানেই বাঙালির কাছে বেড়ানোর মরসুম। শীতে ঘরের কাছে কোনো অফবিট পর্যটন কেন্দ্রে যেতে চাইলে আপনার গন্তব্য হতেই পারে সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ।

সুন্দরবন বদ্বীপ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল লোথিয়ান দ্বীপ অভয়ারণ্য। সুন্দরবন মানেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, আরও কত কী! কেওড়া, বাইন, গোরানের মতো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের একাধিক প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে দেখা যায়।

কলকাতা থেকে লোথিয়ান দ্বীপ খুব দূরে নয়। সময় লাগে ঘণ্টা দুয়েক। বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় অবস্থিত লোথিয়ান দ্বীপ অভয়ারণ্য। ঘন ম্যানগ্রোভে ঘেরা এই বনাঞ্চলের মধ্যে তৈরি হয়েছে সুবিশাল উঁচু ওয়াচ টাওয়ার।

এখানে উঠলে জঙ্গলের ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ নজরে পড়বে। এছাড়াও বনবিবির মন্দির অভয়ারণ্যর অন্যতম আকর্ষণ। চিতল হরিণ, বন্য শূকর, রেশুস মাঙ্কি, বনবেড়াল, রঙ বেরঙের নানান প্রজাতির পাখি, কুমিরের দেখা মিলবে। নৌকা বিহার করতে করতে ভাগ্য ভালো থাকলে দেখা মিলতে পারে দক্ষিণ রায়েরও। সুন্দরবনবাসীরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে এনামেই ডাকেন।

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদহ সাউথ সেকশনে নামখানা লোকালে চেপে নামখানা স্টেশনে নেমে নদীপথে আসা যায় লোথিয়ান দ্বীপ। এছাড়াও ক্যানিং লোকালে চেপে ক্যানিং স্টেশনে নেমে সজনেখালি এসে সেখান থেকে নদীপথে আসা যায় লোথিয়ান দ্বীপে।